CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-257 ■ 18 June, 2026 ■ আগরতলা ১৮ জুন, ২০২৬ ইং ■ ৩ আশাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জি ৭ শীর্ষ সম্মেলনের কর্ম অধিবেশনে ও বিশ্বনেতাদের সঙ্গে বৈঠকে

ভারত গোটা বিশ্বকে এক পরিবার হিসাবে দেখে ঃ মোদি

এভিয়াঁ (ফ্রান্স), ১৭ জুন (আইএএনএস)।। ফ্রান্সের এভিয়াঁ শহরে অনুষ্ঠিত জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে বুধবার বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি 'সবার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পুনরুজ্জীবন' শীর্ষক কর্ম-অধিবেশনে যোগ দেন। অধিবেশন শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি একাধিক বিশ্বনেতার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্জ এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিভা।

এর আগে মঙ্গলবার 'নতুন অংশীদারিত্ব গঠন ও আন্তর্জাতিক সংহতি পুনর্নির্মাণ' শীর্ষক অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় অগ্রগতিকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেন, "পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে যে অগ্রগতি হয়েছে, আমরা তাকে স্বাগত জানাই। এই সংঘাত আমাদের বন্ধু প্রতিম পশ্চিম এশীয় দেশগুলিতে প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি ঘটিয়েছে। এছাড়া হরমুজ প্রণালীতে সামুদ্রিক বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব ও বৈশ্বিক সংহতি তখনই অর্থবহ হবে, যখন বিশ্ব একযোগে অভিন্ন চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করবে।

মোদি জোর দিয়ে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে চলমান উত্তেজনা ও সংঘাতের স্থায়ী সমাধান শুধুমাত্র সংলাপ, কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব।

তিনি বলেন, "অনেক ভারতীয় নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন। বিশ্ব সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। সমুদ্রপথ নিরাপদ রাখতে হবে, যাতে নাবিকরা ভয়মুক্ত

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

থানায় যুবককে যৌন হেনস্তার অভিযোগ

সরকারি হলফনামা বাতিল, অবর সচিবের ভূমিকায় অসন্তোষ উচ্চআদালতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। পূর্ব আগরতলা থানায় এক যুবককে থানার ভেতরে যৌন হেনস্তার অভিযোগ সংক্রান্ত মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল ত্রিপুরা উচ্চ আদালত। মামলার শুনানিকালে আদালত রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া হলফনামা বাতিল করে নতুন করে হলফনামা দাখিলের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আন্ডার সেক্রেটারির ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মামলার তথ্য অনুযায়ী, সৈকত দেবনাথ নামে এক যুবককে পূর্ব আগরতলা থানায় নিয়ে আসার পর থানার ভেতরে যৌন হেনস্তার শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হলে তদন্তভার দেওয়া হয় ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি)-কে। সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগের সত্যতা মিলেছে বলে আদালতে জানানো হয়। তদন্তে উঠে আসে, থানার ভেতরেই সৈকত দেবনাথ যৌন হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন। এই ঘটনায় আদালত গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। শুনানিকালে আদালত বিশেষভাবে প্রশ্ন তোলে, কীভাবে দুই বহিরাগত ব্যক্তি থানার মতো সুরক্ষিত স্থানে প্রবেশ করে একজন ব্যক্তিকে যৌন হেনস্তা করতে সক্ষম হলেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ঘটনাটি যদি সত্যিই পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বিষয়টিও গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়ে। এদিন আদালত রাজ্য সরকারের জমা দেওয়া হলফনামা গ্রহণ না করে তা বাতিল করে দেয় এবং ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিয়ে নতুন হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দেয়। মামলার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন বলেন, থানার ভেতরে যৌন নির্যাতনের মতো অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ব্যবস্থার জন্য তা গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দেয়। তিনি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উচ্চ আদালতের এই পর্যবেক্ষণ ও নির্দেশনার পর ঘটনাটি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। মামলার পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য সরকারের নতুন হলফনামা এবং প্রশাসনের পদক্ষেপের দিকে নজর থাকবে সংশ্লিষ্ট মহলের।

দাবি পূরণ না হওয়ায়

২৪শে ফের রেল সড়ক অবরোধের ডাক আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। পুনর্বাসন প্যাকেজসহ একাধিক দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে আগামী ২৪ জুন থেকে আসাম-আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেলপথে অনির্দিষ্টকালের অবরোধ ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের সংগঠন জেএআরসি এবং জেএসসি। সংগঠনগুলির এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে নতুন করে উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংগঠনগুলির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করা হলেও এখনও পর্যন্ত সেগুলির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও দাবি পূরণের ক্ষেত্রে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে ১০০ আসনে লড়বে সিপিএম জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। আসন্ন ভিসি নির্বাচনে সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্ট ১০০ শতাংশ আসনে প্রার্থী দেবে এবং পূর্ণ শক্তি নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নেবে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী।

সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর রাজ্য সরকার সেপ্টেম্বর মাসে ভিসি নির্বাচন আয়োজনের কথা জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, দেরিতে হলেও নির্বাচন হওয়া ইতিবাচক। গত দশ বছর ধরে পরিকল্পিতভাবে নির্বাচন না করে টিটিএএডিসি এলাকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই নির্বাচন হলে ভিলেজ কমিটিগুলিতে চলতে থাকা দুর্নীতি ও অসাংবিধানিক কার্যকলাপেরও অবসান ঘটবে। তিনি ভিসি নির্বাচন আদায়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য তিপরা মথাকে আংশিক কৃতিত্ব দিলেও একইসঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের অংশ হিসেবে তাদের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

মনীষার মৃত্যুর ঘটনায়

লাশ নিয়ে রাজনীতি করছে বামফ্রন্ট ঃ প্রদেশ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। বরাবরের মতোই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করছে বামফ্রন্ট। শান্তিনিকেতনের মহিলা কর্মী মনীষা দাসের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে এমনটাই বললেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মনীষার মৃত্যুর ঘটনায় বিরোধীদের আক্রমণ করেন।

তাঁর কথায়, বামফ্রন্ট সবসময়ই মৃত্যুকে নিয়ে লাশকে নিয়ে রাজনীতি করে আসছে। এ নতুন কোনো বিষয় নয়। কিন্তু এই ধরনের রাজনীতি ত্রিপুরার জনগণ আর গ্রহণ করবে না। এ ধরনের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লাঠিচার্জের অভিযোগে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। আগরতলায় যুব কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ বাহিনী (সিআরপিএফ)-এর এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং মহিলা কর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণের গুরুতর অভিযোগ তুলে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে প্রদেশ যুব কংগ্রেস।

ত্রিপুরা রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে দাখিল করা অভিযোগপত্রে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা দাবি করেন, গত ১৫ জুন দুপুর প্রায় ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে কংগ্রেস ভবন থেকে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে আরএমএস চৌমুহনী সংলগ্ন আখাউড়া রোডে পৌঁছায়, যেখানে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) সহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি ১৪০ ব্যাটালিয়নের সিআরপিএফ বাহিনীও মোতায়েন ছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন তিন-তারকা পদমর্যাদার আধিকারিক রাম কুমার। যুব কংগ্রেসের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন এমন সময় কোনো প্রকার উসকানি বা সংঘর্ষ ছাড়াই রাম কুমার হঠাৎ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আদালত চত্বরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। আগরতলার অফিস লেন এলাকায় সোমবার গভীর রাতে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা আজ সকালে পরিদর্শন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। অগ্নিকাণ্ডে একাধিক দোকান ও একটি স্থানীয় ক্লাবের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি ঘুরে দেখেন এবং দোকান মালিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। কোটা ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত চলছে, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে আসলে কিভাবে আগুন লেগেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তিনি আরো জানান, মোট ছয়টি দোকান এবং একটি ক্লাব ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সমস্ত কিছুই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বদলির নির্দেশ উপেক্ষিত ধর্মনগর থানাতেই বহাল ৩ পুলিশকর্মী !

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানায় তিন পুলিশকর্মীর বদলির নির্দেশ জারি হওয়ার পরও তারা এখনও পূর্বের কর্মস্থলেই বহাল রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা এবং সরকারি নির্দেশ কার্যকরের বিষয় নিয়ে জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

জানা গেছে, গত ২৩ মে উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে ধর্মনগর থানায় কর্মরত সাব-ইন্সপেক্টর নিকুঞ্জ দেবনাথ, সাব-ইন্সপেক্টর মনোজ কুমার পাল এবং সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নিরঞ্জন মালাকারের বদলির নির্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু প্রায় তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও ওই তিন পুলিশকর্মী এখনও ধর্মনগর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কৃষিজমিকে রক্ষা করে প্রাকৃতিক চাষাবাদে জোর কৃষিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন ।। কৃষকদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। কৃষিজমি সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক কৃষি ব্যবস্থার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে বর্তমানে রাজ্যে মোট ২৮৪টি প্রকল্প চালু রয়েছে, যা অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর সময়কালে শুরু হয়েছে।

"খেত বাঁচাও অভিযান" ও প্রাকৃতিক কৃষি বিষয়ক একদিনের জেলা পর্যায়ের কর্মশালার উদ্বোধন করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষিজমিকে রক্ষা করে প্রাকৃতিক চাষাবাদের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করতেই দেশজুড়ে "খেত বাঁচাও অভিযান" পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচি ১ জুন শুরু হয়ে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বুধবার ধর্মনগরের রাগনা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত

ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জুন ।। আজ সকালে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক চালক। ওই ঘটনায় ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমার লক্ষীপুর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, বুধবার সকালে কুটন মালাকার রাস্তার পাশে নিজের টুকটুক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী হত্যা মামলায় অভিযুক্ত স্বামীর আমৃত্যু কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। স্ত্রী হত্যা মামলায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিল খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত। বুধবার ঘোষিত এই রায়ে বিচারক শর্মিষ্ঠা চ্যাটার্জী অভিযুক্ত পরিমল ঝরাকে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ১৭ জুন পরিমল ঝরা তার স্ত্রী স্বপ্না ঝরাকে নিজ বাড়িতে নৃশংসভাবে হত্যা করেন বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর নিহতার বোন খোয়াই মহিলা থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে খোয়াই মহিলা থানার পুলিশ। দীর্ঘ তদন্তের পর পুলিশ প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। পরবর্তীতে মামলার শুনানি চলাকালীন উভয় পক্ষের বক্তব্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং নথিপত্র পর্যালোচনা করে আদালত বুধবার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। রায়ে আদালত অভিযুক্ত পরিমল ঝরাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দেয়। আদালতের এই রায়কে তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী। তিনি বলেন, নারী নির্যাতন ও হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তি সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়। এ ধরনের রায় ভবিষ্যতে অপরাধ প্রবণতা রোধে এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রায় ঘোষণার পর আদালত চত্বরে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। আইনজীবী মহল ও সাধারণ মানুষের একাংশ আদালতের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, অপরাধের যথাযথ বিচার নিশ্চিত হলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় হবে। এই রায়ের মাধ্যমে একটি বহুল আলোচিত হত্যা মামলার আইনি নিষ্পত্তি ঘটল বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 18-06-2026, 01:09

জাগরণ আগরতলা ১৮ জুন, ২০২৬ ইং
৩ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মসংস্থানে উদ্বেগ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভারতের জন্য একই সঙ্গে সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ। এটি উৎপাদনশীলতা বাড়াইবে, নতুন উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করিবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করিবে। অন্যদিকে, বহু প্রচলিত চাকরির ওপর চাপ বাড়াইবে এবং নতুন দক্ষতার দাবি তুলিবে। তাই ভয় পাইয়া পিছাইয়া থাকা নয়প্রস্তুতি নেওয়াই হইবে ভারতের ভবিষ্যৎ পথ। শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, নৈতিক নীতি এবং মানুষকেন্দ্রিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এআই-এর সুবিধা গ্রহণ করিয়া এর সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোই হইবে সঠিক দিশা। মানুষের সৃজনশীলতা, সহানুভূতি ও নৈতিক বোধই শেষ পর্যন্ত এআই-এর ওপর মানবতার নেতৃত্ব বজায় রাখিবে। এই উপলব্ধিই ভবিষ্যতের ভারত গড়ার মূল চাবিকাঠি।মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রতিটি নতুন প্রযুক্তি এক একটি নতুন যুগের সূচনা করিয়াছে। চাকার আবিষ্কার থেকে শুরু করিয়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন, বিদ্যুৎ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটপ্রতিটি উদ্ভাবন সমাজ, অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ধারা আমূল বদলাইয়া দিয়াছে। একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ও শক্তিশালী প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এই প্রযুক্তি আজ বিশ্বজুড়িয়া এক নতুন বিপ্লবের জন্ম দিয়াছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, ব্যাংকিং, সংবাদমাধ্যম, পরিবহণপ্রায় সব ক্ষেত্রেই এআই-এর প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু এই অগ্রগতির মাঝেই এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসিয়াছেএআই কি মানুষের কর্মসংস্থানকে নিরাপদ রাখিতে পারিবে? ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যা ও যুবশক্তিসম্পন্ন দেশে এই প্রশ্ন আরও তাৎপর্যপূর্ণ।প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি হওয়া উচিত, মানুষকে অপ্রয়োজনীয় বা মূল্যহীন করে তোলার জন্য নয়। "যন্ত্র কি মানুষের জন্য, নাকি মানুষ যন্ত্রের জন্য?" আজকের এআই যুগে এই প্রশ্ন আবার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতে এআই-এর ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। সরকারি পরিষেবা, ব্যাংকিং, ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ই-কমার্স, তথ্য বিশ্লেষণসব ক্ষেত্রেই এআই-ভিত্তিক ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। বড় বড় কোম্পানি উৎপাদন বাড়াইতে এবং ব্যয় কমাইতে এআই ও অটোমেশনের ওপর আরও নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে। এর ফলে বহু প্রচলিত চাকরির প্রয়োজনীয়তা কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, কল সেন্টার কর্মী, অ্যাকাউন্টিং সহকারী, সাধারণ গ্রাহক পরিষেবা প্রতিনিধি, টাইপিস্ট, কিছু সাংবাদিকতা-সম্পর্কিত কাজ, অনুবাদ, তথ্য সংকলনএই ধরনের পুনরাবৃত্তিমূলক ও নিয়মভিত্তিক কাজ এআই ইতিমধ্যেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে করিতে সক্ষম। ফলে বহু কর্মীর মধ্যে চাকরি হারানোর ভয় বাড়িতেছে। ভারতে অর্থনীতির অন্যতম শক্তি তার বিশাল যুব জনসংখ্যা। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মবাজারে প্রবেশ করে। যদি এআই-ভিত্তিক অটোমেশন নিম্ন ও মধ্যস্তরের চাকরির বড় অংশ দখল করিয়া নেয়, তাহলে বেকারত্বের সমস্যা আরও জটিল হইতে পারে। ইতিমধ্যেই বহু স্নাতক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক উপযুক্ত চাকরির সন্ধানে সংগ্রাম করিতেছে। এআই-এর আগমন এই সংকটকে নতুন মাত্রা দিতে পারে।তবে এআই-এর গল্প শুধু উদ্বেগের নয়। ইতিহাস দেখাইয়াছেনতুন প্রযুক্তি কিছু পুরনো চাকরি বিলুপ্ত করিলেও নতুন নতুন পেশার জন্ম দেয়। কম্পিউটারের আগমনের সময়ও অনেকে ভাবিয়াছিলেন লাখ লাখ মানুষ বেকার হইয়া পড়িবে। কিন্তু বাস্তবে সফটওয়্যার উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল বিপণন, ওয়েব ডিজাইন, সাইবার সুরক্ষা, ডেটা বিজ্ঞানএমন বহু নতুন ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। এআই-এর ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এআই-ভিত্তিক অর্থনীতিতে ডেটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, এআই ট্রেইনার, রোবোটিক্স বিশেষজ্ঞ, ডেটা বিশ্লেষক, নৈতিক এআই বিশেষজ্ঞ, সাইবার সিকিউরিটি বিশেষজ্ঞ, এআই নীতি-নির্ধারক, ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজারএমন বহু নতুন পেশার জন্ম হইতে পারে। ভারতের যুবসমাজ যদি সময়মতো নতুন দক্ষতা অর্জন করে, তাহা হইলে এআই এক বিশাল সুযোগ হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।বহু যুবক-যুবতী এখনও কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ, সরকারি চাকরি এবং প্রচলিত পেশার ওপর নির্ভরশীল। এআই যুগে যদি প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাজ্য উন্নয়নের মূল স্রোত থেকে পিছাইয়া পড়িতে পারে। তাই বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল সাক্ষরতা, কোডিং, তথ্য বিশ্লেষণ এবং এআই-সম্পর্কিত শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।এআই-এর সঙ্গে জড়িত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলো নৈতিকতা। যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকাংশ ক্ষমতা যন্ত্রের হাতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে মানবিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও ন্যায়বোধের স্থান কোথায় থাকিবে? একজন চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসায় শুধু তথ্য বিশ্লেষণ করেন না; তিনি মানবিক অনুভূতিকেও গুরুত্ব দেন।

একজন শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না; তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করেন। এই মানবিক গুণগুলো এআই সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে পারে না। তাই এআই মানুষের বিকল্প নয়, বরং সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াই অধিক কাম্য। ভারত সরকার ইতিমধ্যেই ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতেছে। কিন্তু এআই যুগে এই প্রচেষ্টা আরও বিস্তৃত ও গতিশীল হইতে হইবে। বিদ্যালয় পর্যায় থেকেই সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার বিকাশ ঘটাইতে

হইবে। শুধু ডিগ্রি অর্জন করিলেই ভবিষ্যতের চাকরি নিশ্চিত হইবে না; বরং জীবনভর নতুন দক্ষতা শিখিবার মানসিকতা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এআই-এর ওপর মানবতার নেতৃত্ব এক গভীর দার্শনিক, নৈতিক ও প্রযুক্তিগত প্রশ্ন। এআই যতই শক্তিশালী হোক, নেতৃত্বের কেন্দ্রে মানুষকেই থাকিতে হইবে, কারণ মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, অনুভূতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ কোনো যান্ত্রিক বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে পারে না। প্রযুক্তি মানবসভ্যতার বিকাশে সবসময় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করিয়াছে। এআই-ও সেই ধারারই একটি উন্নত স্তর। কিন্তু এআই-এর গতি, ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা এবং স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যেখানে মানবীয় নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। মানব নেতৃত্ব দুর্বল হলে এআই-এর অপব্যবহার, পক্ষপাত, গোপনীয়তা লঙ্ঘন বা সামাজিক বৈষম্য বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে।

মানব নেতৃত্ব মানেএআই-এর বিকাশ, ব্যবহার ও নীতি-নিয়ম মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া। ন্যায়, সমতা, গোপনীয়তা, নিরাপত্তা ও দায়িত্ববোধএই মূল্যবোধগুলো এআই-এর প্রতিটি সিদ্ধান্তের কেন্দ্রে থাকিতে হইবে।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন কেন জরুরি ছিল

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম

অন্ধকারটা খুবই ঘন গভীর হয়ে বিস্তার লাভ করেছিল, চারপাশে। বিশেষত, পূর্ব বাংলায় ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে। কী রকম সেটা? ইতিহাস থেকে এ ব্যাপারে একটি নজির পেশ করা ভালো। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) প্রতিষ্ঠার সময় ঢাকায় শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। এবং তার একটা বড় অংশ ছিল ঢাকার বাইরে থেকে আগত। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল এই কারণে স্বল্প। এরও অধিকাংশ, ঢাকায় ছিল বহিরাগত। ঢাকায় যারা স্থানীয়, তারা ছিল 'কুট্টি'। এ নামেই তারা পরিচিত ছিল তখন। শিক্ষার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না তাদের। কেবল তা—ই নয়, যাতে আগ্রহ তৈরি না হয়, এ জন্য ঢাকার নবাবদের ছিল গোপন প্রবল তৎপরতা।

এই দুর্গম ও ভয়ানক আবহে যাঁরা বুদ্ধির মুক্তির কার্যক্রম আরম্ভ করেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র-শিক্ষক ছিলেন তার মধ্যে প্রধান। বাইরে থেকে যদিও তাঁরা কিছু সমর্থন পেয়েছিলেন কিন্তু সে ছিল তখনকার 'উচ্চশিক্ষিত' ও 'উদারপন্থী' ব্যক্তিদের অভিনন্দনের সম্মান মাত্র! ধরা যাক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০), সুশীলকুমার দে (১৮৮৯-১৯৬৮), কালিকারঞ্জন কানুনগো (১৮৯৫-১৯৭২), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), হেমলতা দাস (১৮৬৮-১৯৪৩), লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০) প্রমুখ ব্যক্তির কথা। তাঁদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে প্রায় আর সবাই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক 'হিন্দু ভদ্রলোক'! তাঁদের কাছ থেকে অভাবিত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এলেও, মুসলিম সমাজের ভেতরেই তৈরি হয়েছিল বুদ্ধি মুক্তির বিরুদ্ধে অকল্পনীয় বাধা ও প্রতিরোধ। এর স্বরূপটা কী? এ স্থলে দু—একটি প্রমাণ পেশ করা দরকার। কেননা এই প্রতিবন্ধকতার স্বরূপটা জানতে পারলে এর লক্ষ্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে শিক্ষিত সমাজের কাছে।

১

উল্লিখিত জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে হলে আগে বুদ্ধি মুক্তির মৌল সূত্রটা জানা দরকার। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিলবুদ্ধির মুক্তি, তথা বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রের আনুগত্য থেকে মুক্তি দেওয়া। কেন? কারণ এটা মানুষের নতুন নতুন চিন্তাভাবনায় বাধা দেয়। জীবন ও জগৎকে জানাবোঝার ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও ছোট করে ফেলে। অবশেষে মানসিক মৃত্যু ঘটে! অথচ মানুষের মনে আধুনিক জীবন ও জগৎ নিয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নের শেষ নেই। মানুষের মন স্বভাবতই সৃষ্টিশীল। এটাই মানসিক স্তরের সর্বপ্রধান পরিচয়। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার ও শাস্ত্র মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবণতায় বাধা দেয়। তার স্বরূপের স্থিরতা তার মৌল কারণ, তাঁরা মনে করেন। তাই ও-আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে উত্তম সমাজের চিন্তা ও ধারণা যেভাবে কাজ করে, তার একটা দুর্দান্ত দার্শনিক সূত্রের কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাঁরা মনে করলেন, যে সমাজে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে পারতপক্ষে সব নারী-পুরুষ মুক্ত মনে নিজেদের কথা বিনিময় করতে পারে এবং যেখানে আছে উদার, উপযোগী পরিবেশ এবং ব্যক্ত কথা বিচার করার শিক্ষিত মনএমন সমাজ প্রতিষ্ঠা জরুরি। কেননা এ রকমই হতে পারে মুক্ত ও মানবিক সমাজের দৃষ্টান্ত।

বলা বাহুল্য, এই মনোভাব ও শিক্ষা মহৎ। অথচ এর বিরুদ্ধে প্রথমে বাধা আসে ঢাকার জমিদার নবাবদের তরফ থেকে। তাঁদের বাধাটা একই সঙ্গে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। দেখা গেল, ও-আন্দোলনের নেতৃত্বে যখন শিখা (১৯২৭) পত্রিকা প্রকাশিত হলো এবং তাঁদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে প্রতিবছর যখন সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হতে শুরু করল এবং তাঁরা যখন নিজেদের বক্তব্য নানা পত্রপত্রিকা ও সভা-সমিতিতে পেশ করলেন, তখন চারপাশ থেকে 'রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ'-এর মধ্যে প্রচণ্ড সমালোচনার 'ঝড়' উঠল। বিশেষত, ও-আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব, তথা কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ও আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮)-এর 'সম্মোহিত মুসলমান', 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ', 'নিষেধের বিড়ম্বনা', ও 'আদেশের নিগ্রহ' প্রকাশিত হলো, তখন 'পূর্ব বাঙলা'য় যেন মূঢ়তার আগুনে জ্বলে ওঠে 'রক্ষণশীল' পুরো মুসলিম সমাজ! এরই মধ্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এ যোগ দেওয়ায় বিষয়টি আরও বেগবান হয়ে ওঠে। এর কারণ ইতিমধ্যে নজরুল নিজেই তাঁর সমাজে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে ওঠেননি, পুরোপুরি! তিনি 'কাফের', 'মুরতাদ', 'নাস্তিক', 'ইসলামদ্রোহী', 'শয়তান' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যাত; অতএব সমাজচ্যুত, একপ্রকার! আর তিনি কিনা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে অভিনন্দন জানিয়ে, সমর্থন করে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন!

মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রকাশিত 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের নামপত্র, ১৯২৮

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছেবাঙালি মুসলমানের অভিভাবক যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) নেতৃত্বে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ও-সমাজ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, কাজী মোতাহার হোসেন সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেই মনীষী এই গোষ্ঠীকে ত্যাগ করেন এক সময়, ধীরে ধীরে, কৌশলে। কেন? এই গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড তাঁর পছন্দ হয়নি, যেন হট্টগোল কেবলই। এখানে থামলেন না তিনি।

হয়তো এই কারণেও, সমস্ত ক্ষুব্ধতা ও বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল কাজী আবদুল ওদুদ ও আবুল হুসেনের ওপর! ফল কী হলো? ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে প্রথমে ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার খানবাহাদুর মৌলবী কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী (১৮৭৬-১৯৩৭) তাঁর বাসভবনে এই দুজনকে আহ্বান করলেন। সময়টা ছিল ১৯২৮ সনের ২০ আগস্ট, সোমবার। কিছুকাল পরে আবুল হুসেনের 'আদেশের নিগ্রহ' প্রবন্ধের জন্য তাঁর ডাক পড়ল ঢাকার আহসান মঞ্জিলের 'আঞ্জুমান অফিস' কক্ষে। সময়টা ১৯২৯ সনের ৮ ডিসেম্বর। দুই স্থানেই দুজনকে যে হেনস্তা ও অসম্মান করা হয়েছিল, লেখাপড়ার জন্য এমনটা করা হয়, তার পূর্ব নজির বাংলার ইতিহাসে ছিল না! আবুল হুসেনকে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিচ্যুতিসমেত তাঁকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়!

২

এ তো গেল নবাব-জমিদারদের তরফের একটি দিক! অন্যদিকে ভিন্ন খবরও কম শোকাবহ নয়! কী রকম সেটা? 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর ইতিহাসে পাওয়া যাচ্ছেবাঙালি মুসলমানের অভিভাবক যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) নেতৃত্বে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়, যাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ও-সমাজ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, কাজী মোতাহার হোসেন সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেই মনীষী এই গোষ্ঠীকে ত্যাগ করেন এক সময়, ধীরে ধীরে, কৌশলে। কেন? এই গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ড তাঁর পছন্দ হয়নি, যেন হট্টগোল কেবলই। এখানে থামলেন না তিনি। ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) এক বক্তৃতায় (২০১৬ সনের ৬ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'মুক্তচিন্তা বিকাশের উপায়' শীর্ষক বক্তৃতা। এখনো ইউটিউবে বিদ্যমান এ বক্তৃতা।) বলেন, আহসান মঞ্জিলে আহূত সভায়, যেখানে আবুল হুসেনকে ডাকা হয়েছিল, সেখানে শহীদুল্লাহকেও আহ্বান করা হয়েছিল এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়আবুল হুসেন ধর্মের অবমাননা করেছেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? শহীদুল্লাহ বলেন, না, তিনি ধর্মের অবমাননা করেননি, তবে তাঁর ভাষায় এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সংযমের অভাব আছে। এ জন্য তাঁকে তিরস্কার করা যায়! আহসান মঞ্জিলের এই ঘটনার পরে, আবুল হুসেন ৯ ডিসেম্বর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর তিনি যে সম্পাদক ছিলেন, তার থেকে পদত্যাগ করেন! সে পদত্যাগপত্র মাসিক সঞ্চয় পত্রিকায় সে মাসেই (পৌষ ১৩৩৬) প্রকাশিত হয়।

এটা গেল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর বিদ্যমান সময়ের কথা। পরবর্তীকালেও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের তাৎপর্য এবং ভূমিকা বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত সমাজ সংবেদনশীলতা ও আন্তরিকতা দিয়ে বুঝতে চাননি! বরঞ্চ ও-আন্দোলনকে তাঁরা অস্বীকার করেছেন সমূলে! এর একটি বড় প্রমাণ এই যে তখনকার পূর্ব বাংলায় যখন রবীন্দ্র-বিরোধিতা প্রবল হয়ে ওঠে, তখন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২২০০২) ১৯৫১ সনে, আগস্ট মাসে মাহে-নও (১৯৪৯) পত্রিকায় লিখলেন 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' নামে এক পলিটিক্যাল অভিসন্ধিমূলক প্রবন্ধ। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বললেন, 'আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার এবং হয়তোবা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছি।' এই ঐতিহাসিক বিরুদ্ধ বক্তব্যের পরেই আলী আহসান বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। সে মতামতে বলা হয়, 'দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিকেরা অনেকটা হিন্দু ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন। এই দীক্ষার চরম নিদর্শন মেলে ঢাকার মুসলমান সাহিত্য সমাজের তথাকথিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে। ইসলামী নীতিবোধকে লাঞ্ছিত করে যে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা তা বিকৃত মানসের সৃষ্টি, তাতে নতুনত্বের উন্মত্ততা আছে; কিন্তু স্থির বিবেচনার প্রশান্তি নেই। কাজী আবদুল ওদুদ এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর প্রাজ্ঞ চিন্তাধারার দ্বারা এই আন্দোলন লালিত হ'তে পারেনি। বাবু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ।অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিলো তাই। অতিরিক্ত বলায় ও বিকৃত ব্যাখ্যায় সাধারণ ত্রুটিও আকাশচুম্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে বাংলার মুসলমান কখনও স্বীকার করে নেয়নি।' সত্য যে পাকিস্তানি আদর্শের মোহে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা হলে, তা মেনে নেওয়া হয়নি অবশ্য। সেটা আজ ঐতিহাসিক সত্য। জিজ্ঞাসা হচ্ছে, যে আদর্শের কারণে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' পরিচালিত বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনকেও বাতিল করা হয়েছিল, সেটা নিতান্তই খামখেয়ালি ব্যাপার ছিল, নাকি সচেতনভাবেই তা সম্পন্ন করা হয়েছিল? বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নিয়ে যত লেখালেখি হয়েছে, বর্তমান লেখকের জানামতে, সৈয়দ আলী আহসানের এই অস্বীকৃতি নিয়ে কোথাও উল্লেখযোগ্য কোনো আলোচনা কিংবা সমালোচনা হয়নি, ও-প্রবন্ধ প্রকাশের পরেও না, তার পরবর্তীকালেও না।

বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রথম সুগঠিত ও সুস্থধারার একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কেউ তখনকার মুসলিম লীগের (ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর, নবাব সলিমুল্লাহ খান (১৮৭১-১৯১৫), আগা খান (১৮৭৭-১৯৫৭) প্রমুখের নেতৃত্বে) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যদিও তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি রাজনীতিসচেতন মানুষ। তাঁরা প্রত্যেকে রসসাহিত্যের চর্চা করেছেন যদিও, কিন্তু মৌল ঝোঁকটা ছিল বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষার ওপর। এর মূলে ছিল এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মনোভাব। কী সেটা?

৩

এই প্রত্যাখ্যান, অস্বীকৃতি ও আত্মঘাতী সমালোচনার অবসান হয়নি আরও পরবর্তীকালে, যখন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী, তথা পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হয়েছে, তখনো! অধ্যাপক সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত ওদুদ-চর্চা (১৯৮২) সংকলন গ্রন্থে দেখা যায়, আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) ও সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন, 'কাজী আবদুল ওদুদ' ও 'আগুন নয় আলো' নামে দুটি প্রবন্ধ। উল্লেখ্য যে দুটি প্রবন্ধেই রয়েছে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন বিষয়ে স্ববিরোধিতা ও প্রত্যাখ্যানের সুর! সংকলনে সম্পাদকীয় ভূমিকায় সম্পাদকও জানিয়েছেন সে কথা। এই একই সুরে কথা বলেছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (১৯৩৬-২০১৩) ও বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬-২০২০), তাঁদের নিজ নিজ লেখায়। এর ব্যতিক্রম দেখা যায় হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), আবদুল হক (১৯১৮-১৯৯৯), আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০) প্রমুখের লেখায়। তবে এঁদের স্বর তেমন উঁচু নয়, বরঞ্চ বেশ নিম্নকণ্ঠ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নিয়ে! তবু তীব্র-কঠিন সমালোচনার পরও যখন কেউ কেউ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন আমাদের 'সাহিত্যিক রুচি উন্নয়নে', 'বাঙালী মুসলমানদের নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ' এবং 'বুদ্ধিবাদী বাঙালী মুসলমানের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল' কিছু পরিমাণে, তখন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ক্ষীণকণ্ঠ হলেও মন্তব্য করেন, 'কোন স্বল্পস্থায়ী সাহিত্য-আন্দোলনের পক্ষে এসব সামান্য অবদান নয়। এর চেয়ে বেশী আদায় না হয়ে থাকলেও আমার অতৃপ্তি নেই।' অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের উল্লিখিত বক্তব্যের পরে, আর বিশেষ কোনো কথা থাকে না যদিও, তবু কথা শেষ হতে চায় না যেন! কেন? তার প্রথম কারণ এই যে বাঙালি মুসলিম সমাজে বুদ্ধি ও যুক্তিবোধের ভাষা ছিল না, যাতে আধুনিক জীবনের দৃষ্টি উন্মোচিত হতে পারে। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রথম সাংগঠনিকভাবে এর প্রতিষ্ঠা করে এবং এর বৈরী আবহের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আর সব ছেড়ে দিয়ে! এর কোনো তুলনা নেই বাঙালি মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে। এখান থেকে দ্বিতীয় একটি কথা উঁকি দিচ্ছে, দেখা যায়। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল বাঙালি মুসলিম সমাজে প্রথম সুগঠিত ও সুস্থধারার একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কেউ তখনকার মুসলিম লীগের (ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৬ সনের ৩০ ডিসেম্বর, নবাব সলিমুল্লাহ খান (১৮৭১১৯১৫), আগা খান (১৮৭৭১৯৫৭) প্রমুখের নেতৃত্বে) রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, যদিও তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি রাজনীতিসচেতন মানুষ। তাঁরা প্রত্যেকে রসসাহিত্যের চর্চা করেছেন যদিও, কিন্তু মৌল ঝোঁকটা ছিল বুদ্ধি ও যুক্তির ভাষার ওপর। এর মূলে ছিল এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মনোভাব। কী সেটা? সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মন আগে বুদ্ধির ভাষায় অভ্যস্ত হওয়া চাই। বিশ্বাস স্থাপন করা চাই যুক্তিবোধে। কেননা সংস্কারমুক্ততা আসে এই সত্য প্রত্যয়ের সঙ্গে বসবাসের ফলে। মানুষের মনের জড়ত্ব কিংবা অন্ধত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রে চিন্তা-সংস্কার তাই সর্বপ্রথম জরুরি কাজ। জাতীয় সংকট নিরসনে তাই রাজনীতির মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভূমিকা এক মৌল স্বীকার্য বিষয়। কেন? আর্থিক জীবনের ভিত্তি রাজনীতি অধিকারের মূল বিষয় হলেও, মানসিক উৎকর্ষে সাংস্কৃতিক বোধ রাজনীতিরও পূর্বশর্ত! আর এ কথা তো মিথ্যে নয় যে রাজনীতি সংস্কৃতির অন্যতম শক্তিমন্ত অংশ। ঠিক এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই জাতীয় সংকট-মুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত। আমাদের ভাষা-আন্দোলন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যেও আছে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অনস্বীকার্য মৌল ভূমিকা। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্তরে ছিল বিকশিত মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা। তাই চিন্তা-সংস্কারকে তাঁরা সর্বপ্রথম জরুরি লক্ষ্য মনে করেছিলেন। এর উপযোগী ভাষা নির্মাণ করা ছিল, তাই তাঁদের এক ঐতিহাসিক দায়। এই অনুভব থেকে তৃতীয় একটি বক্তব্য পরিষ্কার হতে চাইছে।

আমাদের সমাজে এই এক শ বছরের মধ্যে এই আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রসার ও বিস্তার, রাজনৈতিক ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক কারণে ব্যাপক হতে পারেনি, সে কথা আলাদা, কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবিত ক্লাসিক বাণী, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'এর সূক্ষ্ম-গভীর অনুরণন, অনুভব ও ব্যঞ্জনা, আজকের আধুনিক মনের পক্ষে মুক্তচিন্তার ঐশ্বর্যকে বিপুলভাবে গতি দান করতে চাইছে। কোন দিকে সেটা? শতবর্ষ আগে যাঁরা সাংগঠনিকভাবে সমবেত হয়ে বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of Intellec) আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন, তাঁদের সেই আহ্বানে একসঙ্গে, একত্রে কতকগুলো উন্নত মানবিক মূল্যবোধের সমুন্নত সমাবেশ ঘটেছিল, যা ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্মিলন। অসাম্প্রদায়িকতা, অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্ততা, মুক্তবুদ্ধি, উদার গণতন্ত্র এবং আজকের অপরাজেয় মুক্তচিন্তা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা, যুক্তিবোধ ও মানবতন্ত্রপ্রকৃতপক্ষে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' থেকে অনুপ্রাণিত। বাঙালি মুসলিম সমাজ বিচ্ছিন্নভাবে এসবের মধ্যে দু---একটির ধারণা ইতিমধ্যে পেয়ে থাকলেও, প্রথম এইসব আদর্শ ও মূল্যবোধ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন থেকেই উদ্বোধিত, ব্যাখ্যাসমেত। এই প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলিম সমাজ বুদ্ধির ভাষা ও যুক্তিবোধের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়ে ওঠে।

৪

তাই খোঁটায় বাঁধা-বাঁধা খোরাক খাওয়া যাদের অভ্যাস, মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাকৃত উপযোগী খাদ্য আহরণ তাদের পক্ষে ভীতিকর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আর আত্মকৃত শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য, এ—ও অনেকটা সে-রকম। অভ্যস্ততায় স্বস্তি, অনভ্যাসে অশান্তিএক প্রত্যক্ষবাস্তব! জীবনের পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় যেন শাস্তি, বাঁধা-খোরাকে অভ্যস্ত মানুষের! বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ছিল এই জড়ত্বের স্বস্তি ও অনভ্যাসের ভয়ানক ভীতির আবহ থেকে উত্তরণের একটা নতুন পটভূমি, বাঙালি মুসলিম সমাজে। সে জন্য মানুষের সমাজে এমন আদর্শ আছে, যার কথা বারবার বলতে হয়। বারবার বলেও যার কথা পুরোনো হয় না। কালের চক্রে, তেমন আদর্শ হারিয়ে গেলেও তাকে আবার ফিরে পেতে সচেষ্ট হতে চায় মানুষের মন, জীবনের জন্য, সময়ের প্রয়োজনে। যেমনসাম্য ও স্বাধীনতা। ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার। সে রকম একটি আদর্শের নাম বুদ্ধির মুক্তি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' পূর্ব বাংলায় এই আন্দোলনের দুঃসাহস দেখিয়েছিল আজ থেকে এক শ বছর আগে।

আমাদের সমাজে এই এক শ বছরের মধ্যে এই আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রসার ও বিস্তার, রাজনৈতিক ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক কারণে ব্যাপক হতে পারেনি, সে কথা আলাদা, কিন্তু তাঁদের উদ্ভাবিত ক্লাসিক বাণী, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'এর সূক্ষ্ম-গভীর অনুরণন, অনুভব ও ব্যঞ্জনা, আজকের আধুনিক মনের পক্ষে মুক্তচিন্তার ঐশ্বর্যকে বিপুলভাবে গতি দান করতে চাইছে। কোন দিকে সেটা? ইতিমধ্যে সেই সমাজের কথা বলা হয়েছে! আজকের আধুনিক শিক্ষিত মনের মানবায়িত সেই ধারণা, সন্দেহাতীতভাবে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, বিশেষভাবে।

জ্ঞানের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে তাঁদের এই যে স্বপ্ন, কল্পনা ও প্রতীতিখোদ উনিশ শতকের বাংলার রেনেসাঁসেও শোনা যায়নি, যদিও তার প্রাতঃস্মরণীয় সব মনীষা এরই প্রযত্নে নিযুক্ত হয়েছিল! এ কারণে আজ আমাদের মানতে হবে যে নিত্য স্মরণযোগ্য মূল্যের জন্য, অপর কোনো গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তির সঙ্গে তুল্যমূল্যে বিচার না করেও, কেবল এই আদর্শ ও প্রত্যয়গুলোর নিজস্ব মূল্যের জন্য, আমরা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কাছে ঋণী। আজ শতবর্ষ পরে এই কথা অত্যন্ত আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা ভালো। এবং কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, নির্মল ও নির্মোহ সত্যের স্বার্থে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের এই আলোটুকু জ্বালিয়ে রাখতে হবে আমাদের।

> উল্লিখিত জিজ্ঞাসার উত্তর পেতে হলে আগে বুদ্ধি মুক্তির মৌল সূত্রটা জানা দরকার। এ আন্দোলনের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিলবুদ্ধির মুক্তি, তথা বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রের আনুগত্য থেকে মুক্তি দেওয়া। কেন? কারণ এটা মানুষের নতুন নতুন চিন্তাভাবনায় বাধা দেয়। জীবন ও জগৎকে জানাবোঝার ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও ছোট করে ফেলে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল বিতরণের একটি স্টল উদ্বোধন করেন।

ভারতের ইতিহাস পরাধীনতার নয়, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের: মোহন ভাগবত

জয়পুর, ১৭ জুন (আইএএনএস): ভারতের ইতিহাস পরাধীনতার ইতিহাস নয়, বরং বিদেশি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধ ও সংগ্রামের ইতিহাস বলে মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, হালদিঘাটের যুদ্ধ শুধুমাত্র মহারানা প্রতাপ বা তাঁর সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ছিল না, এটি ছিল সমগ্র সমাজের সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রতীক।

বুধবার উদয়পুরের গান্ধী ময়দানে মহারানা প্রতাপের ৪৮৬তম জন্মবার্ষিকী এবং হালদিঘাটের বিজয়ের ৪৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ‘রাষ্ট্র চেতনা সংকল্প সভা’-য় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

ভাগবত বলেন, “আজ সারা দেশে শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে মহারানা প্রতাপের জন্মজয়ন্তী পালন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আত্মসম্মান, স্বাধীনতা এবং সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, জাতি তাঁদের স্মরণ করে।”

তিনি দাবি করেন, উপলব্ধ ঐতিহাসিক তথ্য এবং মুঘল ইতিহাসবিদদের বিবরণ থেকেও স্পষ্ট যে হালদিঘাটের যুদ্ধে প্রকৃত বিজয়ী ছিলেন মহারানা প্রতাপ।

আরএসএস প্রধানের মতে, হালদিঘাটের যুদ্ধে মুঘল বাহিনী সৈন্যসংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্র ও সম্পদের বিচারে অনেক শক্তিশালী ছিল। অন্যদিকে মহারানা প্রতাপের হাতে সীমিত সম্পদ ও তুলনামূলকভাবে ছোট বাহিনী থাকলেও তিনি সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসেননি।

তিনি বলেন, “ভারতীয় সমাজ কখনও সহজে পরাধীনতা মেনে নেয়নি। যখনই কোনও আক্রমণকারী এই ভূখণ্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, তখনই প্রতিরোধ শুরু হয়েছে।”

ভাগবত আরও বলেন, ইতিহাসের বহু ঘটনাকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরা হয়েছে এবং হালদিঘাটের যুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়।

তাঁর বক্তব্য, “মুঘল ইতিহাসবিদদের বিবরণেই উল্লেখ রয়েছে যে যুদ্ধে মুঘল বাহিনীকে পিছু হটতে হয়েছিল। যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি তারা ক্রমাগত সমস্যার মুখোমুখি হয়ে থাকে এবং যুদ্ধের পরও ভয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে, তাহলে প্রকৃত বিজয়ী কে ছিল তা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি।”

যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ের উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রথম আক্রমণেই মুঘল বাহিনীকে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে মহারানা প্রতাপের বাহিনীর বীরত্বে শত্রুপক্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একইসঙ্গে তিনি মহারানা প্রতাপের বিশ্বস্ত অশ্ব চেতক-এর অসাধারণ সাহসিকতারও প্রশংসা করেন।

ভাগবত বলেন, ভারতের ইতিহাস পরাজয় মেনে নেওয়া মানুষের ইতিহাস নয়, বরং অবিচল সংগ্রামের ইতিহাস। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিম থেকে যে আগ্রাসনের ঢেউ স্পেন থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, তা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করলেও বাপ্পা রাওয়াল এবং ললিতাদিত্য মুক্তপিদা-র মতো বীরদের কারণে এখানে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি।

তিনি বলেন, বহু প্রতিকূলতা ও সংগ্রামের মধ্যেও ভারতীয় সমাজ তার সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। মতভেদ থাকলেও জাতি ও সংস্কৃতি বিপদের মুখে পড়লে ভারতীয় সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

আরএসএস প্রধানের মতে, কেবল সংকটকালে নয়, স্বাভাবিক সময়েও সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত থাকতে হবে। মহারানা প্রতাপের জীবন এই বার্তাই দেয়।

তিনি আরও বলেন, ইতিহাস অনেক সময় বিজয়ীদের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি কুনওয়ার সিং-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় তিনি নিজের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে শাসন করলেও কিছু ঐতিহাসিক বিবরণে ঘটনাগুলি ভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

ভাগবতের বক্তব্য, “মহারানা প্রতাপ ‘হিন্দুয়া সূরজ’ নামে পরিচিত। তিনি কখনও নিজের ধর্ম, আত্মসম্মান বা মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করেননি। তাঁর সংগ্রাম ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ক্ষমতার জন্য ছিল না; ছিল সমাজ, সংস্কৃতি ও জাতির সুরক্ষার জন্য।”

তিনি মনে করেন, মহারানা প্রতাপের জীবন ও কৃতিত্ব নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে এবং নতুন প্রজন্মের উচিত তাঁর জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা।

সভায় উপস্থিত শ্রীজি শ্যামচরণ মহারাজ বলেন, বর্তমান সময়ে সমাজে ঐক্য, সংগঠন এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভাজনের প্রবণতা ত্যাগ করে ইতিবাচক, গঠনমূলক ও জাতীয় স্বার্থে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বিতর্কে জর্জরিত চীন-অর্থায়িত পোখরা বিমানবন্দরে অবশেষে শুরু হচ্ছে দৈনিক আন্তর্জাতিক উড়ান

কাঠমান্ডু, ১৭ জুন (আইএএনএস): উদ্বোধনের সাড়ে তিন বছরেরও বেশি সময় পর অবশেষে নেপালের পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত চীন-অর্থায়িত পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়মিত দৈনিক আন্তর্জাতিক উড়ান শুরু হতে চলেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক বিমান সংস্থা ফ্লাইদুবাই ঘোষণা করেছে যে, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাই ও পোখরার মধ্যে দৈনিক সরাসরি উড়ান চালু করা হবে। এর মাধ্যমে পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রথমবারের মতো কোনও আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা নিয়মিত দৈনিক পরিষেবা পরিচালনা করবে।

বিমানবন্দরটি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি উদ্বোধন করা হলেও এতদিন নিয়মিত আন্তর্জাতিক যাত্রী পরিষেবা চালু করা সম্ভব হয়নি।

এর আগে নেপাল-চীন যৌথ উদ্যোগের সংস্থা হিমালয়া এয়ারলাইন্স ২০২৫ সালের মার্চ মাস থেকে পোখরা-লাসা রুটে সাপ্তাহিক সরাসরি উড়ান চালু করেছিল। তবে চলতি বছরের মার্চেই সেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিমানবন্দরটি আবারও আন্তর্জাতিক উড়ানহীন হয়ে পড়ে।

এদিকে, বহু কোটি ডলারের এই প্রকল্প দুর্নীতির অভিযোগে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। নেপালের দুর্নীতি দমন সংস্থা কমিশন ফর ইনভেস্টিগেশন অব অ্যাবিউজ অব অথরিটি (সিআইএএ) বিমানবন্দর নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগে ছয়জন প্রাক্তন মন্ত্রী (যাঁদের মধ্যে একজন মৃত) এবং বহু উচ্চপদস্থ আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

প্রকল্পটি নির্মাণে চায়না এক্সিম ব্যাংক থেকে ২১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার মার্কিন ডলারের ঋণ নেওয়া হয়েছিল। নির্মাণের দায়িত্বে ছিল চায়না সিএএমসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড, যাদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির মামলায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

ফ্লাইদুবাইয়ের ঘোষণাকে নেপালের বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএএন)-এর জন্য বড় স্বস্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, চীনা ঋণে নির্মিত এই বিমানবন্দরের ঋণ পরিশোধের দায়িত্বও সংস্থাটির ওপর বর্তায়।

ফ্লাইদুবাই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-৩ থেকে পোখরার উদ্দেশে প্রতিদিন উড়ান পরিচালিত হবে।

সিএএএন-এর তথ্য আধিকারিক জ্ঞানেন্দ্র ভুল আইএএনএস-কে জানান, প্রাথমিকভাবে এক মাসের জন্য দৈনিক উড়ানের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, “পরীক্ষামূলকভাবে নির্ধারিত পরিষেবার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রুটটি বাণিজ্যিক ও প্রযুক্তিগতভাবে লাভজনক প্রমাণিত হলে ফ্লাইদুবাই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।”

তিনি আরও জানান, বর্তমানে অন্য কোনও আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থা পোখরা বিমানবন্দর থেকে নিয়মিত পরিষেবা চালুর আবেদন করেনি। তবে ফ্লাইদুবাইয়ের সাফল্য অন্য বিমান সংস্থাগুলিকেও উৎসাহিত করতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিকে আকৃষ্ট করতে গত তিন বছর ধরে অবতরণ, পার্কিং, নেভিগেশন, নিরাপত্তা ও গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং-সহ বিভিন্ন বিমানবন্দর ফি মকুব করা হয়েছে। তবুও প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি।

সরকারি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, রানওয়ের দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বিমানবন্দরটিতে লোড-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ রয়েছে। এতে বিমান সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যয় বেড়ে যায়, যা আন্তর্জাতিক পরিষেবা চালু না হওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নিয়মিত আন্তর্জাতিক উড়ানের অভাবে বহু পর্যবেক্ষক পোখরা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরকে ‘হোয়াইট এলিফ্যান্ট’ বা অলাভজনক বৃহৎ প্রকল্প হিসেবে অভিহিত করেছেন।একইভাবে, নেপালের ভৈরহাওয়ায় অবস্থিত গৌতম বুদ্ধ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও আন্তর্জাতিক পরিষেবা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। অতীতে কাতার এয়ারওয়েজ, এয়ারএশিয়া, জাজিরা এয়ারওয়েজ এবং নেপাল এয়ারলাইন্স সেখানে উড়ান চালালেও বর্তমানে কোনও আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু নেই বলে সিএএএন সূত্রে জানা গেছে।

ইরান চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন ভারতীয়-মার্কিন কংগ্রেস ম্যানের, ‘মূল নিরাপত্তা উদ্বেগের সমাধান হয়নি’

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (আইএএনএস): ট্রাম্প প্রশাসনের ইরান-সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন কংগ্রেসম্যান সুহাস সুব্রামান্যম। তাঁর মতে, এই চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে তাৎক্ষণিক উত্তেজনা কিছুটা কমাতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের প্রধান নিরাপত্তা উদ্বেগগুলির কোনও কার্যকর সমাধান এতে হয়নি।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ডেমোক্র্যাট দলের এই আইনপ্রণেতা বলেন, “এই ইরান চুক্তির ফলে অন্তত বোমাবর্ষণ কমবে, যা অবশ্যই ইতিবাচক দিক।”তবে ট্রাম্প প্রশাসনের আলোচনাপ্রক্রিয়া নিয়ে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, “এই প্রশাসনের আলোচনার দক্ষতার ওপর আমার খুব বেশি আস্থা নেই। আমার মনে হয়, এই চুক্তি ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তির তুলনায় এ ধাপ পিছিয়ে যাওয়া, যেখানে স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য ফলাফল ছিল।”সুব্রহ্মণ্যমের দাবি, সাম্প্রতিক সংঘাত ইরানের অবস্থানকে দুর্বল না করে বরং আরও শক্তিশালী করেছে।তিনি বলেন, “এই যুদ্ধের ফলে ইরান অঞ্চল ও বিশ্বের উপর আরও বেশি প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে এবং কিছু মাত্রায় কৌশলগত সুবিধাও অর্জন করেছে।”ট্রাম্প প্রশাসন এই চুক্তিকে উপসাগরীয় অঞ্চলের উত্তেজনা প্রশমনের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক চলাচল স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছে।তবে সুব্রহ্মণ্যম মনে করেন, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হবে না। তাঁর কথায়, “অনেক জাহাজ ও বাণিজ্যিক সংস্থার এখনও ওই পথ ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তাই হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাণিজ্য পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে দীর্ঘ সময় লাগবে।”

তিনি আরও বলেন, চুক্তিটি তার মূল লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। “ইরানের সন্ত্রাসবাদে সমর্থনের বিষয়টি এই চুক্তিতে স্পর্শই করা হয়নি। একইভাবে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এর কোনও প্রভাব নেই, অথচ সেটাই ছিল এই সংঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ।”

মার্কিন কূটনীতির ওপর এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে বলেও সতর্ক করেছেন তিনি।সুব্রহ্মণ্যম বলেন, “আমি এটাকে মার্কিন শক্তির অবক্ষয় বলছি না, কিন্তু এই যুদ্ধ প্রশাসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং সামরিক হুমকি কার্যকর করার সক্ষমতাকে দুর্বল করেছে।”তিনি আরও যোগ করেন, “এই প্রশাসনের পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার মর্যাদা ও কূটনৈতিক অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে, যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়বে।”সাক্ষাৎকারে তিনি ভারতীয়-মার্কিন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বাড়তে থাকা বিদ্বেষমূলক আচরণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, “ভারতীয়-মার্কিন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষসহ সব ধরনের ঘৃণার প্রকাশের বিরোধিতা করতে হবে।”তাঁর দাবি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। “আমার নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও মানুষ মন্তব্য করে বলে, আমি যেন যেখানে থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাই। কেউ কেউ বলে আমি প্রকৃত আমেরিকান নই।”সুব্রহ্মণ্যমের মতে, জননেতা ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এই ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত।তিনি বলেন, “এ ধরনের ঘটনা ঘটলে আমরা নীরব থাকতে পারি না। কোথাও ঘৃণার প্রকাশ বা পতাকা পোড়ানোর মতো ঘটনা ঘটলে তার নিন্দা করতেই হবে।”রাজনৈতিক বক্তব্য কি সমাজে বিভাজন বাড়াচ্ছে এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “অতি-ডানপন্থী এবং অতি-বামপন্থী উভয় দিক থেকেই উসকানিমূলক বক্তব্য আসছে, আর তার কোনওটিই সহায়ক নয়। তাই যেখানেই এমন বক্তব্য দেখা যাবে, তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে।”

জাতিসংঘ সনদের প্রতি ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত, একে ‘আশার প্রতীক’ বলে উল্লেখ

জাতিসংঘ, ১৭ জুন (আইএএনএস): জাতিসংঘ সনদ ভারতের ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে ‘আশা’র প্রতীক বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি. হরিশ। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় প্রতীকী স্বাক্ষর করার পর তিনি ভারতের পক্ষ থেকে সনদের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

২৬ জুন পালিতব্য জাতিসংঘ সনদ দিবসের আগে আয়োজিত এই প্রতীকী স্বাক্ষর কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল সনদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করা।

স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের পর পি. হরিশ বলেন, “ভারতের ১৪০ কোটি নাগরিকের কাছে জাতিসংঘ সনদের তাৎপর্য এক কথায় ‘উম্মীদ’ বা আশা।”

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি অ্যানালেনা বেয়ারবক এই প্রতীকী স্বাক্ষর উদ্যোগের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, এটি “জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারের পুনর্নবীকৃত প্রকাশ।”

১৯৪৫ সালের ২৫ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে ভারতের প্রতিনিধি দলের নেতা এ. রামাস্বামী মুদালিয়ার ভারতের পক্ষে মূল জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করেছিলেন।

তৎকালীন সময়ে ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকলেও স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে ছিল। সেই অবস্থাতেই ভারত জাতিসংঘের ৫০টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশের অন্যতম হিসেবে সনদে স্বাক্ষর করে।

ভারতের এই অংশগ্রহণ স্বাধীনতার আগেই বহুপাক্ষিকতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির প্রতি তার অঙ্গীকারকে তুলে ধরেছিল এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দেয়।

এ বছরের সনদ দিবস উপলক্ষে সাধারণ পরিষদের সভাপতির দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ বর্তমানে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায় সনদের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবৃতিতে বলা হয়, “সনদ স্বাক্ষরের ৮১ বছর পরে আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। জাতিসংঘ শুধু রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপের মধ্যেই নেই, বরং নানা দিক থেকে আক্রমণেরও মুখে পড়েছে।”এতে আরও বলা হয়, “তাই এ বছরের জাতিসংঘ সনদ দিবস শুধুমাত্র অতীত স্মরণের উপলক্ষ নয়, বরং এটি একটি কর্মসূচির আহ্বান।”

সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে জলছত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: তীব্র গরমে সাধারণ মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষের কিছুটা স্বস্তি দিতে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং ৯ বনমালিপুরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সহযোগিতায় বুধবার রামঠাকুর সংঘ সংলগ্ন এলাকায় একটি জলছত্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটরসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জলছত্র কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যেও বহু শ্রমিক ও কর্মজীবী মানুষ প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁদের সাময়িক স্বস্তি প্রদান এবং তৃষ্ণা নিবারণের লক্ষ্যে গ্লুকোজ মিশ্রিত পানীয় জলসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সমাজের প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত সমাজসেবা। এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ সাধারণ মানুষের উপকারে আসে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।এই কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মীদের ধন্যবাদ জানান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।এদিন জলছত্রে পথচলতি মানুষ, শ্রমিক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে পানীয় জল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামীণ উন্নয়নে জোর, সিমনা পঞ্চায়েতে আকস্মিক পরিদর্শন জেলা প্রশাসনের

আগরতলা, ১৭ জুন : তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা এবং সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে বুধবার সকালে মোহনপুর আরডি ব্লকের অন্তর্গত সিমনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিদর্শনে যান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ শুরু হওয়া এই পরিদর্শনে জেলা শাসকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কালেক্টর মমতা, আইএএস এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শনকালে দলটি সিমনা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সিমনা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন।পরিদর্শনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন, পুষ্টি পরিষেবা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবার বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করেন জেলা শাসক।তিনি শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিশু কল্যাণমূলক পরিষেবা জোরদার করা এবং শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা কেন্দ্রগুলিতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সঙ্গে সরকারি পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়া আরও কার্যকর করা এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেন।পরিদর্শনকালে চিহ্নিত বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন জেলা শাসক। পাশাপাশি বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের গতি ত্বরান্বিত করারও নির্দেশ দেওয়া হয়।প্রশাসনের এই উদ্যোগে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া লক্ষ্য করা গেছে। তাঁদের মতে, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সরেজমিন পরিদর্শনের ফলে এলাকার সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত ও সমাধানের পথ সুগম হবে।

ফায়ার সার্ভিসের অধিকর্তার কাছে চাকরি প্রত্যাশীদের ডেপুটেশন।

রানীরবাজারে জনকল্যাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ‘বিশ্বাস, উন্নয়ন ও জনকল্যাণের’ ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার রানীরবাজার পৌরপরিষদ অফিসের গীতবিতান হলে এক জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায়, রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা-সহ দলের অন্যান্য নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প ও পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যেই এই জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।এদিন শিবিরে অংশগ্রহণকারী বহু মানুষ বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সরকারি পরিষেবা সংক্রান্ত সুবিধা গ্রহণ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিবিরকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। জনকল্যাণ শিবিরে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুবিধা এক ছাতার নিচে পেয়ে উপকৃত হন উপস্থিত সাধারণ মানুষ। আয়োজকদের আশা, এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও জনসাধারণের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট রুটোর সঙ্গে বৈঠকে মোদি, গ্লোবাল সাউথের স্বার্থে অংশীদারিত্ব জোরদারের অঙ্গীকার

নয়াদিল্লি, ১৬ জুন (আইএএনএস): গ্লোবাল সাউথের আকাঙ্ক্ষাকে ভিত্তি করে ভারত ও কেনিয়ার দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো-র সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই মন্তব্য করেন।

জি-৭ সম্মেলনে অংশীদার দেশ হিসেবে আমন্ত্রিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বৈঠকের পর বলেন, “কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত। আমাদের দুই দেশই জনগণের কল্যাণ এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

ভারত ও কেনিয়ার সম্পর্কের ইতিহাস বহু পুরনো। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময় থেকেই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। কেনিয়ায় বসবাসকারী ৮০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষের সম্প্রদায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বছরের পর বছর ধরে বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা বিস্তৃত হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকায় ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার কেনিয়া। দুই দেশের মধ্যে বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। ভারত কেনিয়ায় ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও মোটরগাড়ি রপ্তানি করে, আর কেনিয়া থেকে চা, কফি এবং চামড়াজাত পণ্য আমদানি করে।

উন্নয়নমূলক সহযোগিতাও ভারত-কেনিয়া সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কেনিয়ায় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্পে ভারত ঋণ সহায়তা ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০২২ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট রুটো দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে আসছেন এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করার পক্ষে সওয়াল করেছেন।

এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন এবং ন্যায্য বাণিজ্য নীতির মতো বিষয়গুলিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর আরও জোরালো করার লক্ষ্যে ভারত ও কেনিয়া একযোগে কাজ করছে।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির অস্থিরতা এবং স্থিতিশীল সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই নেতা। প্রধানমন্ত্রী মোদির বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে যে, পূর্ব আফ্রিকার অন্যতম প্রভাবশালী দেশ কেনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুসংহত করতে ভারত আগ্রহী। এই বৈঠক ভারত-আফ্রিকা সহযোগিতার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে নতুন গতি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মনের মণিকোঠায় রাজ কাপুর

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

রাজ কাপুর চল্লিশের দশকের শেষ দিক ও পঞ্চাশের দশকে নিজের সুদক্ষ অভিনয় জীবন দিয়ে দর্শকাসনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছিলেন। নিজের অভিনয় দক্ষতার মাপকাঠিতে নিজেকে সেরা প্রমাণ করেছিলেন এই চলচ্চিত্র অভিনেতা। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে এবং পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে বক্স-অফিস হিট ছবিতে অভিনয় করে রাজ কাপুর দর্শকদের মনে বিশেষভাবে ঠাঁই করে নেন। যা পরবর্তীতেবাণিজ্যিক চলচ্চিত্র নির্মাণের আবেদনকে সংজ্ঞায়িত করতে সাহায্য করেছিল এবং ভবিষ্যতের রূপরেখা তৈরি করেছিল।

১৯২৪ সালের ১৪ ডিসেম্বর তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পেশাওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের পরিচালক রাজ কাপুর।

রাজ কাপুর ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের ছেলে, যিনি চলচ্চিত্র এবং মঞ্চ উভয়ক্ষেত্রেই অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে বলিউডের প্রোডাকশন স্টুডিওতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর, ২৪ বছর বয়সে রাজ কাপুর তাঁর নতুন কোম্পানি, আরকে ফিল্মসের সাথে 'আগ' (১৯৪৮) সিনেমাটি প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয় করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী প্রযোজনা, 'বারসাত' (১৯৪৯) একটি দুর্দান্ত হিট ছিল। ১৯৫১ সালে, তিনি 'আওয়ারা' (১৯৫১) সিনেমাটিও প্রযোজনা, পরিচালনা এবং অভিনয় করেছিলেন, যা আরেকটি মেগাহিট ছিল এবং এতে নার্গিস সহ-অভিনয় করেছিলেন, যিনি 'আগ' এবং 'বারসাত' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন। 'আওয়ারা' রাশিয়াতেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যেখানে সিনেমাটি এবং গানগুলি রাশিয়ান ভাষায় ডাব করা হয়েছিল। থিম সং, 'আওয়ারা হুন' বহু বছর ধরে প্রাচ্যে জনপ্রিয় ছিল। কাপুরকে 'একজন মহান শোম্যান' এবং বিশুদ্ধতম রোমান্টিক ঐতিহ্যের একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ডাকা হয়, কারণ তিনি বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি সামাজিক বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। আওয়ারা একজন ব্যক্তির নৈতিক ভিত্তি ('পালন বা প্রকৃতি') কী গঠন করে সেই প্রশ্নের সমাধান করেছিলেন, একইসঙ্গে কমেডি এবং উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমের দৃশ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন; শ্রী ৪২০ (১৯৫৫) ছবিতে তিনি নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং জাতীয় গর্বের বিষয়গুলি তুলে ধরেন এবং একইসঙ্গে রোমান্টিক গল্পের প্রতি দর্শকদের আগ্রহ বজায় রাখেন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলি সঙ্গীত এবং পরিচালনার বোধগম্যতা প্রদর্শন করে যা আজও বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাণকে প্রভাবিত করে। একজন সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে, তাঁর চলচ্চিত্রগুলির সঙ্গীত অনুভূতি সম্পর্কে তাঁর বোধগম্যতা তাদেরকে সেরা আমেরিকান চলচ্চিত্র সঙ্গীতের সমান গল্প বলার সাবলীলতা দেয়। তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণ, অভিনয়, লেখা (কোয়াজা আহমেদ আব্বাস), সঙ্গীত রচনা (জয়কিশন দয়াভাই পাঞ্চাল , "শঙ্করসিংহ রঘুবংশী") এবং মুকেশ , "মোহাম্মদ রফি" এবং লতা মঙ্গেশকর সহ প্লেব্যাক গায়কদের দ্বারা নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেন। কাপুর ১৯৮৮ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বিভিন্ন সমালোচনামূলক এবং জনপ্রিয় সাফল্যের ছবি তৈরি করে চলেছিলেন এবং স্পষ্টতই মেরা নাম জোকারকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রিয় বলে মনে করতেন। তিনি এখনও কেবল ভারতেই নয়, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপেও একটি সুপরিচিত নাম। জনপ্রিয় এই অভিনেতা বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তির সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত প্রেম, যত্ন এবং যত্ন নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার দিকে পরিচালিত করে। চার্লস চ্যাপলিনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং কাপুরের নিজস্ব 'ট্র্যাম্প' (আওয়ারা, শ্রী ৪২০, মেরা নাম জোকার (১৯৭০) কিছুটা তাঁর পরামর্শদাতার আদলে তৈরি, যদিও একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র প্রতিভা সহ। ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে আগামীদিনেও স্বর্ণাক্ষরে তাঁর নাম লেখা থাকবে। সাধারণ মানুষ তাঁর সুদক্ষ অভিনয়, কাজকে মনে রাখবে মনের মণিকোঠায়। শিল্পী চলে যায়, বেঁচে থাকে তাঁর শিল্পীসত্ত্ব, আররাজ কাপুর সেইরকমই এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের নাম।

তথ্যঋণ- ইন্টারনেট

এক অঞ্চল, অনেক কণ্ঠস্বর: উত্তর-পূর্ব ভারতের সিনেমার জন্য বিশেষ বিভাগ সাজিয়ে তুলেছে ১৯তম এমআইএফএফ

মুম্বাই, ১৭ জুন ২০২৬: ১৯তম মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (এমআইএফএফ ২০২৬), যা ১৫ থেকে ২১ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলি থেকে আসা শর্ট ফিকশন এবং ডকুমেন্টারিগুলোর জন্য বিশেষ ভাবে সাজিয়ে তোলা একটি বিভাগ রয়েছে। এই চলচ্চিত্রগুলো ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং পরিবেশকে তুলে ধরছে। এখানকার অসাধারণ মানুষদের, তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য, বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যের এই চলচ্চিত্রগুলো ভারতের উত্তর-পূর্বকে সংজ্ঞায়িত করে এমন সব বিভিন্ন কণ্ঠকে তুলে ধরছে। কাসি, নাগামিজ, আও, ককবরক, ভুটিয়া, অসমীয়া, মণিপুরি এবং মিজো ভাষায় তৈরি এই ফিল্মগুলো উৎসবে আসা দর্শকদের সামনে সেই জীবন্ত মিশ্রণকে তুলে ধরছে, যা ঐতিহ্য, পরিচয়, সহনশীলতা এবং প্রকৃতিকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ছন্দ গঠনে অব্যাহত আছে।

কা পাতেং (খাসি)

সানকিরাং এল. খংউইর পরিচালিত এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের জন্য পনবিশাল চিদাম্বরনাথন প্রযোজিত, কা পাতেং ভারতের একটি ৩০ মিনিটের খাসি-ভাষার শর্ট ফিকশন ফিল্ম (২০২৩)।

ফিল্মটি একজন মায়ের মৃত্যুর পরে উদ্ভাসিত হয়, যা তিন বিচ্ছিন্ন ভাইবোনকে বহু বছর বিচ্ছেদের পর একই ছাদের নীচে একসাথে নিয়ে আসে। বড় ভাই শহরে দীর্ঘকাল থাকার পর ফিরে আসে, মধ্যম সন্তান শৈশবের একটি বেদনাদায়ক স্মৃতির ভার বহন করে এবং ছোট বোনটি এমন একটি গোপন আশ্রয় নেয় যা তাকে তার আসন্ন মাতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ করে।

"লেনটিনা আও - আ লাইট অন দ্য ইস্টার্ন হরাইজন" (ইংরেজি, নাগামিজ ও আও ভাষা)

সঞ্জীব পরাশর ও নীলাক্ষী মেধি পরিচালিত এবং "ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড" প্রযোজিত ২০২৩ সালের এই প্রামাণ্যচিত্রটি ইংরেজি, নাগামিজ ও আও ভাষায় নির্মিত। এই চলচ্চিত্রটিতে সমাজকর্মী লেনটিনা আও-র অসাধারণ জীবন ও অবদানের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি নিজেকে নাগা জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে প্রত্যন্ত নাগা পাহাড় অঞ্চলে ধাত্রী (মিডওয়াইফ) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা লেনটিনা আও দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তাঁর সম্প্রদায়ের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং এই পথে তাঁকে প্রায়শই সামাজিক অবিচার, বদ্ধমূল কুসংস্কার ও ব্যক্তিগত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে।

মাই লাস্ট ফেস: ফ্ল্যাট-নোজ (মাই লাস্ট ফেস: কুংবারা) (ককবরক, কাউব্রু)

সুজিৎ দেববর্মা ও প্রণব জ্যোতি ডেকা পরিচালিত এবং প্রণব জ্যোতি ডেকা, দিলীপ দেববর্মা ও সুজিৎ দেববর্মা প্রযোজিত ২০২৪ সালের এই প্রামাণ্যচিত্রটি ককবরক ও কাউব্রু ভাষায় নির্মিত হয়েছে। ত্রিপুরার সবুজ-শ্যামল প্রাকৃতিক পটভূমিতে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি রিয়াং সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অলঙ্কারের মধ্য দিয়ে তাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। নিছক সাজসজ্জার ঊর্ধ্বে গিয়ে, এই পোশাক ও অলঙ্কারগুলো সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা, আত্মপরিচয় ও সুরক্ষার এক চিরস্থায়ী প্রতীক হিসেবে কাজ করছে, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন কাহিনি, বিশ্বাস ও পূর্বপুরুষদের অর্জিত জ্ঞানকে বহন করে চলেছে। জীবন্ত এই ঐতিহ্যগুলোকে নথিবদ্ধ করার মাধ্যমে চলচ্চিত্রটি উক্ত সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং তাদের সমষ্টিগত স্মৃতি ও আত্মপরিচয় রক্ষায় এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে এক গভীর ও সূক্ষ্ম ধারণা প্রদান করছে।

শাংরিলা - দ্য হিডেন প্যারাডাইস গুসিকিমি (ভুটিয়া)

সামতেন ভুটিয়া পরিচালিত এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড প্রযোজিত ২০২৫ সালের এই ৯০ মিনিটের তথ্যচিত্রটি সিকিমি (ভুটিয়া) ভাষায় নির্মিত হয়েছে। হিমালয়-ঘেরা রাজ্য সিকিম, যেখানে রয়েছে সুউচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘার সান্নিধ্য। তাকে কেন্দ্র করে তৈরি এই চলচ্চিত্রটি কেবল অঞ্চলের আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পর্যটন-আকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে এর স্বল্প-পরিচিত ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। রাজ্যের ঐতিহ্য ও পরিচয়ের গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই তথ্যচিত্রটি এমন এক ভূখণ্ডের চিত্তাকর্ষক চিত্রায়ন করেছে, যার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আজও অনেকাংশেই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

টিনস অফ ১৯৪২ (বিয়াল্লীছৰ লৰালি) (অসমীয়া)

২০২৩ সালে নির্মিত অসমীয়া তথ্যচিত্র 'টিনস অফ ১৯৪২'-এর পরিচালক হলেন সমীরণ ডেকা এবং এর প্রযোজক সমীরণ ডেকা ও ভাস্কর জ্যোতি দাস। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি কিশোর মুক্তিযোদ্ধা ভোলানাথ নাগারিয়া ও রাধা বোরার অসামান্য দেশপ্রেমকে তুলে ধরেছে। তাঁদের খণ্ড-বিখণ্ড স্মৃতির সংবেদনশীল পুনর্গঠনের মাধ্যমে এই তথ্যচিত্রটি সেই সাহসী অথচ আড়ালে থাকা নায়কদের সম্মান জানাচ্ছে। পাশাপাশি তাঁদের কাহিনি সংরক্ষণ করে এবং দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সাহস, ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে।

দ্য হিলিং প্রিস্ট (পুইথিয়াম) (মিজো)

নেপোলিয়ন আরজেড থাঙ্গার পরিচালনায় নির্মিত ২০২৬ সালের এই মিজো ভাষার স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রটি ঐতিহ্য, বিশ্বাস এবং সমসাময়িক উদ্বেগের বিষয়গুলোকে ৯ মিনিটের পরিসরে তুলে ধরেছে। 'দাইবাউল' নামক মিজোদের প্রাচীন নিরাময়-রীতি- যেখানে একজন 'পুইথিয়াম' বা নিরাময়কারী পুরোহিত বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং রোগ সৃষ্টিকারী অশুভ আত্মাদের তাড়াতে 'লেংলেপ' ঝুলিয়ে রাখতেন। তার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। এতে অসুস্থ বাবাকে সুস্থ করার উপায় খুঁজতে থাকা এক হতাশ যুবকের যাত্রাকে অনুসরণ করা হয়েছে এবং একই সাথে ঐতিহ্যবাহী নিরাময় পদ্ধতি ও সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য আধুনিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যকার টানাপড়েনকে তুলে ধরা হয়েছে। এই কাহিনির মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটি মিজো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রোগ ও নিরাময়কে ঘিরে থাকা তাদের দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসের এক ঝলক তুলে ধরেছে।

মণিপুরের ব্রো-অ্যান্টলারড ডিয়ার (সাংগাই) (মণিপুরী ও ইংরেজি)

আকাঙ্ক্ষা সুদ সিং পরিচালিত এবং রোশনি নাদার মালহোত্রা ও ঋষিকেশ আত্মারাম চভন প্রযোজিত এই তথ্যচিত্রটি একটি ৩০ মিনিটের দ্বিভাষিক চলচ্চিত্র, যা মণিপুরী ও ইংরেজি ভাষায় নির্মিত। এটি 'সাংগাই'-এর গল্প তুলে ধরেছে। বিলুপ্তপ্রায় হরিণের এই উপ-প্রজাতিটি বর্তমানে মণিপুর রাজ্যের এক অনন্য প্রতীকে পরিণত হয়েছে। জাতিগত ও রাজনৈতিক উত্তেজনায় প্রভাবিত এক অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই তথ্যচিত্রটি রাজ্যের অনন্য ভাসমান তৃণভূমির মধ্য দিয়ে এই সুশ্রী প্রাণীটির বিচরণ এবং তার টিকে থাকার দীর্ঘ লড়াইকে তুলে ধরেছে। সাংগাইয়ের গল্পের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রটি বন্যপ্রাণী, আবাসস্থল সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্যকার ভঙ্গুর সম্পর্কের বিষয়টিও অন্বেষণ করেছে।

ফলের দাম এখন আকাশ ছোঁয়া

বাজার থেকে ফল কিনতে গিয়ে কেজি প্রতি দু-তিনশো টাকা হলেই অনেক সময় আমাদের পকেটে টান পড়ে। কিন্তু একবার ভাবুন তো, একটা ফলের দাম যদি কয়েক হাজার টাকা নয়, বরং লাখ লাখ টাকা হয়? শুনতে অবিশ্বাস্য বা রূপকথার মতো মনে হলেও, এই পৃথিবীতে এমন কিছু ফল রয়েছে যেগুলোর এক একটির দামে অনায়াসে কিনে ফেলা যাবে একটি বিলাসবহুল গাড়ি কিংবা ফ্ল্যাট!

রুবি রোমান আঙুর একটি আঙুরের দাম লাখ টাকা আনুমানিক দাম: এক একটি থোকার দাম প্রায় ৮ লক্ষ থেকে ১১ লক্ষ টাকা (১১,০০০)। জাপানের ইশিকাওয়া প্রদেশে উৎপাদিত এই রুবি রোমান আঙুর আকারে এক একটি পিং-পং বলের মতো বড় হয়। এক একটি আঙুরের ওজন হতে হয় অন্তত ২০ গ্রাম এবং তাতে চিনির পরিমাণ ১৮ শতাংশ থাকা বাধ্যতামূলক। এই আঙুরের এক একটি দানার দাম পড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা!

ডেনসুক তরমুজ কালো রঙের মহার্ঘ তরমুজ আনুমানিক দাম: এক একটি তরমুজের দাম প্রায় ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা (৬,০০০)। সাধারণ তরমুজের মতো এতে কোনো ডোরাকাটা দাগ থাকে না, এটি সম্পূর্ণ কুচকুচে কালো এবং চকচকে হয়। হোক্কাইদো দ্বীপে বছরে মাত্র ১০০টির মতো এই বিশেষ ডেনসুক তরমুজ ফলে। অত্যন্ত সুস্বাদু এবং বীজহীন এই তরমুজগুলো প্রতি বছর নিলামে চড়া দামে বিক্রি হয়। চারকোনা তরমুজ এক একটির দাম প্রায় ৬৫ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা (৮০০)। খাওয়ার জন্য নয়, মূলত শো-পিস বা উপহার হিসেবে ঘরের সৌন্দর্য বাড়াতে এই চারকোনা তরমুজ কেনা হয়। জাপানের চাষিরা বিশেষ প্লাস্টিকের কিউব আকৃতির বক্সের ভেতর এই তরমুজ বড় করেন, যার ফলে এগুলো চারকোনা আকার ধারণ করে। ফ্রিজে সহজে রাখা যায় বলে জাপানের অভিজাত মহলে এর ব্যাপক চাহিদা।

সেন্বিকিয়া রানি ১২টি স্ট্রবেরির এক একটি প্যাকেটের দাম প্রায় ৭ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকা (৮৫)। টোকিওর বিখ্যাত বিলাসবহুল ফলের দোকান "সেন্বিকিয়া" এই স্ট্রবেরি বিক্রি করে। প্রাকৃতিকভাবে ফলানো শত শত স্ট্রবেরির মধ্য থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে নিখুঁত লাল, একই আকৃতির এবং সুনির্দিষ্ট ওজনের ১২টি স্ট্রবেরি এই প্যাকেটে রাখা হয়। এর ওপর হালকা এক ফোঁটা দাগ থাকলেও তা বাতিল বলে গণ্য হয়। সেকাই-ইচি আপেল এক একটি আপেলের দাম প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা (২১)। জাপানি ভাষায় 'সেকাই-ইচি' শব্দের অর্থ 'বিশ্বের এক নম্বর'। এই আপেলগুলোর চাষ পদ্ধতি অদ্ভুত। চাষিরা প্রতিটি আপেল গাছে হাত দিয়ে পরাগায়ন ঘটান এবং প্রতিটি আপেলকে খাঁটি মধু দিয়ে ধুয়ে হাতে প্যাক করেন। এক একটি আপেলের ওজন প্রায় ১ কেজি পর্যন্ত হতে পারে।

বুদ্ধ আকৃতির নাশপাতি এক একটির দাম প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা (৯)। চীনের হেবেই প্রদেশের এক চাষি প্রথম এই বিশেষ নাশপাতির চাষ শুরু করেন। নাশপাতিগুলো যখন ছোট থাকে, তখন সেগুলোকে বুদ্ধ মূর্তির আকৃতির একটি প্লাস্টিকের ছাঁচে বন্দি করা হয়। বড় হওয়ার পর এগুলো দেখতে হুবহু ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মতো লাগে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এই ফল ঘরে রাখলে সৌভাগ্য আসে।

তাইয়ো নো টামাগো আম 'সূর্যের ডিম' আম। এক জোড়া আমের দাম প্রায় ৩ লক্ষ থেকে ৩.৫ লক্ষ টাকা (৪,০০০)। জাপানের মিয়াজাকি প্রদেশে উৎপাদিত এই আমের নামের অর্থ "সূর্যের ডিম"। এই আম গাছে থাকা অবস্থায় ছোট জালে বেঁধে রাখা হয়, যাতে মাটিতে পড়ে কোনো দাগ না লাগে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে পাকা এই আমগুলোর রঙ টকটকে লাল হয় এবং মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। ভারতের মধ্যপ্রদেশেও এখন এই জাতের (মিয়াজাকি) আম চাষ হচ্ছে।

পাহাড়ে হোমস্টে বুক করার আগে অবশ্য খেয়াল রাখুন ৮ টি বিষয়

শহরের কোলাহল আর চড়া গরম থেকে বাঁচতে উইকএন্ডেই হোক কিংবা লম্বা ছুটিতে বাঙালির প্রথম পছন্দ পাহাড়। আর পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে আজকাল চার দেয়ালের চেনা হোটেলের চেয়ে অফবিটের নিরিবিলি হোমস্টেগুলোর প্রতিই পর্যটকদের আকর্ষণ বেশি। পাহাড়ের ঢালে কাঠের বাড়ি, ঘরের জানলা খুললেই কাঞ্চনজঙ্ঘা বা কুয়াশার চাদর আর সেই সঙ্গে স্থানীয় মানুষের হাতের তৈরি গরম ঘরোয়া খাবার ছুটির আমেজটাই বদলে দেয়। কিন্তু সঠিক খোঁজখবর না নিয়ে শুধু ইন্টারনেটের সুন্দর ছবি বা কম দাম দেখে হোমস্টে বুক করলেই বিপত্তি! অনেক সময়ই দেখা যায়, বাস্তবে পৌঁছনোর পর গিজার কাজ করছে না, নয়তো গাড়ি থেকে নেমে এক কিলোমিটার চড়াই রাস্তা হেঁটে বয়স্ক মানুষদের নিয়ে হোমস্টেতে পৌঁছাতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ, সাধের ছুটিটাই এক নিমেষে মাটি হয়ে যায়। অনেক সময় বুকিং করার সময় আমরা শুধু ভিউ বা ঘরের সাজসজ্জা দেখি। কিন্তু হোমস্টেটি মূল রাস্তা বা গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা থেকে কতটা উঁচুতে বা নিচে অবস্থিত, তা জেনে নেওয়া জরুরি। বুকিংয়ের আগে অবশ্যই মালিককে জিজ্ঞেস করে নিন গাড়ি থেকে নেমে লাগেজ নিয়ে কতটা চড়াই রাস্তা বা সিঁড়ি ভাঙতে হবে। প্রবীণ মানুষ বা শিশু সঙ্গে থাকলে এই পয়েন্টটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ওয়েবসাইটে বা বুকিং অ্যাপে কাঞ্চনজঙ্ঘা বা পাহাড়ের যে চোখজুড়ানো ছবি দেখছেন, তা সব ঘর থেকে নাও দেখা যেতে পারে। অনেক সময় শুধু বারান্দা বা ছাদ থেকে ভিউ পাওয়া যায়। তাই টাকা দেওয়ার আগেই নিশ্চিত হয়ে নিন, আপনাকে যে ঘরটি দেওয়া হচ্ছে তার জানালা বা ব্যালকনি থেকে পাহাড়ের দৃশ্য পরিষ্কার দেখা যাবে কি না। পাহাড়ে গরম জল ছাড়া টিকে থাকা অসম্ভব। অনেক প্রত্যন্ত এলাকার হোমস্টেতে ২৪ ঘণ্টা গিজার চালানোর মতো বিদ্যুৎ বা পরিকাঠামো থাকে না। তারা নির্দিষ্ট সময়ে বালতিতে করে গরম জল সরবরাহ করে। বুকিংয়ের আগে জেনে নিন গরম জলের কী ব্যবস্থা রয়েছে, বিশেষ করে আপনি যদি শীতকালে বা পাহাড়ি অফবিটে ঘুরতে যান।

আপনি যদি পাহাড়ের শান্ত পরিবেশে বসে "ওয়ার্ক ফ্রম হোম" বা অফিসের কাজ করতে চান, তবে নেটওয়ার্কের খোঁজ নেওয়া বাধ্যতামূলক। অনেক পাহাড়ি গ্রামে নির্দিষ্ট দু-একটি সিম (যেমন Jio বা Airtel) ছাড়া অন্য নেটওয়ার্ক কাজ করে না। হোমস্টেতে ওয়াই-ফাই আছে কি না এবং থাকলে তার স্পিড কেমন, তা আগেভাগে জেনে রাখুন। অধিকাংশ হোমস্টেতেই মাথাপিছু হিসেবে থাকা-খাওয়ার খরচ বা "এপি প্ল্যান" নেওয়া হয়। তবে মেনুতে কী কী থাকবে, তা আগে থেকে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো। সাধারণত পাহাড়ি হোমস্টেতে ঘরোয়া ও স্থানীয় খাবার দেওয়া হয়। আপনার যদি নির্দিষ্ট কোনও ডায়েট থাকে বা শিশু/অসুস্থ মানুষের জন্য আলাদা খাবারের প্রয়োজন হয়, তবে বুকিংয়ের সময়ই তা মালিককে জানিয়ে রাখুন।

শীতকালে পাহাড়ের তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে গেলে শুধু কম্বলে কাজ নাও হতে পারে। অনেক হোমস্টেতে রুম হিটারের ব্যবস্থা থাকে, তবে তার জন্য প্রতি রাতে আলাদা চার্জ দিতে হয়। বুকিংয়ের মোট খরচের মধ্যে হিটারের দাম ধরা আছে কিনা, নাকি আলাদা টাকা দিতে হবে, তা আগেই পরিষ্কার করে নিন। পাহাড়ের অনেক অফবিট বা প্রত্যন্ত গ্রামে ইন্টারনেট গোলযোগের কারণে অনলাইন পেমেন্ট কাজ নাও করতে পারে। আবার মাইলের পর মাইল কোনো এটিএম-ও থাকে না। তাই হোমস্টে বুক করার সময় জেনে নিন সেখানে ক্যাশ টাকা লাগবে কি না। সেই অনুযায়ী কলকাতা বা সমতল থেকেই পর্যাপ্ত নগদ টাকা সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠুন। হোমস্টের আশেপাশে সাইটসিয়িং বা ঘোরার জন্য গাড়ি পাওয়া যাবে কি না, তা জেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক সময় হোমস্টের মালিকেরাই নিজস্ব পরিচিত গাড়ি বা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ঘোরার ব্যবস্থা করে দেন। আগে থেকে কথা বলে রাখলে স্টেশন বা বিমানবন্দর থেকে পিক-আপ এবং ড্রপের ভাড়াও অনেক সময় সাশ্রয়ী হওয়া সম্ভব।

দক্ষিণ জেলায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জুন : আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী দিবসকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বুধবার জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৭ জুন থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত জেলাজুড়ে 'নেশামুক্ত ভারত সপ্তাহ' পালন করা হবে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, এই কর্মসূচির আওতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা, র‍্যালি এবং যুব সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাদক থেকে দূরে থাকার এবং সমাজকে মাদকমুক্ত করতে সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করা হয়। পাশাপাশি মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি পেতে জাতীয় ডি-অ্যাডিকশন হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪৪৬ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি, পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ সি, অতিরিক্ত জেলাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।

জেলাশাসক তাঁর বক্তব্যে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এবং যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করাই প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দক্ষিণ ত্রিপুরাকে মাদকমুক্ত জেলার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

প্রদেশ বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

২০১৮ সালে বামফ্রন্টকে সরিয়ে বিজেপি সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে সাধারণ জনগণ। মনীষার মৃত্যুর ঘটনায় তিনি জানান, ইতিমধ্যেই বিজেপির চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল মনীষা দাসের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় তারা প্রত্যেকের রাজ্য প্রশাসনের তদন্তের উপর ভরসা রয়েছে। যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনকে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে মনীষার পরিবারের সদস্যরা আস্থা রেখেছেন সরকারের ওপর। তাদের ভরসা মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে মনীষার মৃত্যুর আসল ঘটনা উন্মোচিত হবে। এরপর পেছনে যদি কলেজ কর্তৃপক্ষ অথবা যেকোনো ব্যক্তির হাত থেকে থাকে তাহলে তাকে যোগ্য শাস্তি দেওয়া হবে।তিনি জানিয়েছেন, মনীষার বাড়িতে যাওয়া প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, কমলাসাগরের বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী মিমি মজুমদার সহ প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার। প্রতিনিধি দলটি মনীষার অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন প্রশাসন যেভাবে এই ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে তাতে তারা নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপে এই ঘটনার সঠিক তদন্ত হবে। প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র আর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে মুক্তহস্তে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে রাজ্যে অপরাধের সংখ্যা কমেছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার সঠিক তদন্ত হচ্ছে। রাজ্য শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।তিনি বলেন, বিরোধীরা এই মর্মান্তিক বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনীতি করার চেষ্টা করছে। এটি সাধারণ জনগণ কোনভাবেই চায় না। এটি সুস্থ রাজনীতি নয়। তাই এই রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার আহবান করেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র। তাঁর কথায়, মনীষার মৃত্যুর ঘটনাটি সম্পূর্ণ তদন্ত সাপেক্ষ, তাই তদন্ত চলাকালীন সময়ে নিজেদের মতো করে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোন কারণ নেই। তাই এ ধরনের ঘটনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেন তিনি।এছাড়াও আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের ডাকা বনধের ঘটনায় তিনি বলেন, যদি সরকার মনে করেন তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তাহলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে কোন আন্দোলনের প্রয়োজন নেই, এমনিতেই এই দাবি পূরণ হবে। রাস্তা অবরোধ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে এধরনের আন্দোলন কাম্য নয়। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের জন্যেই দল তৈরি রয়েছে বলে জানালেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

পুলিশকর্মী !

● প্রথম পাতার পর

থানাতেই দায়িত্ব পালন করছেন বলে অভিযোগ। বিশেষ করে সাব-ইন্সপেক্টর মনোজ কুমার পালের ক্ষেত্রে বিষয়টি নিয়ে বেশি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, বদলির নির্দেশ জারির পরও তিনি নতুন মামলার তদন্তভারগ্রহণ করেছেন, যা প্রচলিত প্রশাসনিক নিয়ম ও প্রক্রিয়ার পরিপন্থী বলে মনে করছেন অনেকেই। এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন ও সচেতন মহলের বক্তব্য, বদলির মতো সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে প্রশাসনের প্রতি মানুষের আস্থা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাদের মতে, পুলিশ বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ কার্যকরে ব্যত্যয় ঘটলে তা শাসনব্যবস্থার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।এদিকে, বিষয়টি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা অতীতে ধর্মনগর এলাকায় জুয়া ও অবৈধ মদ ব্যবসাকে ঘিরে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। যদিও ওই অভিযোগগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের প্রমাণ বা সরকারি তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ কিছু তদন্ত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পূর্ণ না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের এখনও রিলিভ করা হয়নি। তবে এ বিষয়ে উত্তর জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।সরকারি স্তরে নীরবতা বজায় থাকায় বিষয়টি নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, বদলির নির্দেশ জারি হওয়ার পর তা দ্রুত কার্যকর করা এবং বিলম্ব হলে তার কারণ জনসমক্ষে স্পষ্ট করা অত্যন্ত জরুরি।

কৃষিমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

প্রকৃতি ও পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তনের কারণে কৃষিজমির উর্বরতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং তা দূষণের শিকার হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষির দিকে অগ্রসর হওয়া সময়ের দাবি।মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক কৃষি চর্চা চলছে। চলতি বছরের শেষে এটি বৃদ্ধি করে ১৬,০০০ হেক্টরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।তিনি বলেন ২০১৮ সালের আগে রাজ্যে প্রাকৃতিক কৃষির অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। তখন মাত্র প্রায় ২,০০০ হেক্টর জমিতে জৈব কৃষি হতো। বর্তমানে তা বেড়ে ২৬,০০০ হেক্টরেরও বেশি হয়েছে। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। যদিও অনেকে মনে করেন রাসায়নিক সার উৎপাদন বাড়ায়, বাস্তবে প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে কম খরচে ও টেকসইভাবে ভালো উৎপাদন সম্ভব।তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগে সমাজের সব স্তরের মানুষকে যুক্ত করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধিদেরও তাদের নিজস্ব জমিতে প্রাকৃতিক কৃষি গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে সাধারণ কৃষকরাও অনুপ্রাণিত হন।রতন লাল নাথ বলেন, ভারত কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও কৃষিজমি সংরক্ষণ এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই লক্ষ্যে পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরাও এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন।তিনি আরও বলেন, সরকারের লক্ষ্য কৃষকদের সর্বাত্মক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ উন্নত দেশে পরিণত করা। ২০১৪ সালের আগে ভারতের অর্থনীতি বিশ্বে ১১তম স্থানে থাকলেও বর্তমানে তা চতুর্থ স্থানে উন্নীত হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আহত চালক

● প্রথম পাতার পর

পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় টিলাবাজারের দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার টুকটুক এবং তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় টুকটুকটি রাস্তার পাশের ড্রেনে ছিটকে পড়ে যায় এবং কুটন মালাকার গুরুতরভাবে আহত হন।দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত টুকটুক চালককে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।এদিকে দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়ির চালক ঘটনাস্থল থেকে পালানোর চেষ্টা করলে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা তাকে আটক করে। পরে খবর পেয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গাড়ির চালককে নিজেদের হেফাজতে নেয়।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় ঘাতক গাড়ির চালকও আহত হয়েছেন। তাকেও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে কৈলাসহর থানার পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি এবং অসাবধানতাবশত গাড়ি চালানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই সড়কে বেপরোয়া গতিতে যানবাহন চলাচল রোধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

মোদি

● প্রথম পাতার পর

পরিবেশে তাঁদের কাজ করতে পারেন।"এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, ভারত এ বিষয়ে সব অংশীদার দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, বর্তমান অনিশ্চিত বিশ্বে বাণিজ্য ও প্রযুক্তিকে অনেক সময় সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরে আস্থার ঘাটতি তৈরি হয়েছে।তাঁর কথায়, "আজকের দিনে পারস্পরিক বিশ্বাসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পদ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিশ্বের সমস্যা সম্পদের অভাব নয়, বরং বিশ্বাসের অভাব। আর আমাদের ভবিষ্যৎ অংশীদারিত্বের সাফল্য নির্ভর করবে সেই বিশ্বাস পুনর্গঠনের ওপর।"তিনি 'বসুধৈব কুটুম্বকম'-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারত গোটা বিশ্বকে এক পরিবার হিসেবে দেখে। ভারতের অভিজ্ঞতা বলছে, মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে উন্নয়নকে যুক্ত করতে পারলেই তা সবচেয়ে কার্যকর হয়। প্রধানমন্ত্রী জানান, ভারত বরাবরই 'মানবতা প্রথম' নীতিতে বিশ্বাসী এবং দেশের সব প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতেই এই দর্শন রয়েছে।

বৈরীদের

● প্রথম পাতার পর

কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাদের।

উল্লেখ্য, এর আগেও আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের দুটি সংগঠন রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। সেই সময় পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ত্রিপুরা সরকারের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সরকারের পক্ষ থেকে দাবি-দাওয়া নিয়ে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হলে আন্দোলনকারীরা অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

তবে সরকারের সেই আশ্বাসের পরও বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়ন না হওয়ার অভিযোগ তুলে এবার আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের আরও দুটি সংগঠন জেএআরসি এবং জেএসসি নতুন করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। তাদের দাবি, বারবার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। ফলে বাধ্য হয়েই তারা জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধের মতো কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংগঠনের নেতাদের বক্তব্য, পুনর্বাসন প্যাকেজ, আর্থিক সহায়তা এবং আত্মসমর্পণকারী সদস্যদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে রয়েছে। এসব দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে।

আগামী ২৪ জুন থেকে ঘোষিত এই অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কার্যকর হলে রাজ্যের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান যোগাযোগ মাধ্যম। পাশাপাশি রেলপথও রাজ্যের যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে অবরোধের ফলে সাধারণ যাত্রী, ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী এবং পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক ভোগান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এদিকে, একের পর এক আত্মসমর্পণকারী সংগঠনের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এখন সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং আন্দোলনকারী সংগঠনগুলির সঙ্গে সম্ভাব্য আলোচনার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে সকলের নজর।

জিতেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

ভূমিকাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁর বক্তব্য, মথা সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার জন্য কৃতিত্ব পেতে পারে, কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে গত দশ বছর ধরে নির্বাচন না হওয়ার সময় তারাও একই জোট সরকারের অংশ ছিল। ক্ষমতার সুবিধা ভোগ করার জন্যই তারা জোটে থেকে গিয়েছে।

বিজেপি ও মথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, দুই দলই নিজেদের স্বার্থে রাজ্য পরিচালনা করতে চাইছে। আমরা ১০০ শতাংশ আসনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দুর্নীতিগ্রস্ত শক্তিগুলিকে ভিলেজ কমিটি থেকে দূরে রাখতে এবং গ্রামগুলিকে রক্ষা করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/NIT/EE/PWD/AMP/2026-27 Dated: 12-06-2026
Memo No.F.TC-I(P-I)/EE/PWD/AMP/1576-1651 Dated: 12-06-2026
Cost of Tender form: Rs.1,000.00/- (One thousand) only.
Last date and time for document downloading and bidding: -22-06-2026 upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: 22-06-2026 at 16:00 hrs. (if possible.)

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIT No.06/ NIT/SE-III/B/ 2026-27	30,86,777.00	61,736.00	180 Days	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur, Gomati Tripura
ICA/C-847/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/ NIeT/EE-KLP/PWD (DWS)/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kalyanpur, Khowai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender/ Item rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/CPWD/Railway/ Other State PWD, for the following work:-

Sl No.	DNIeT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Bid Fee
1	DNIe-T No:17/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	5,98,144.00	11,963.00	365 Days	1000.00
2	DNIe-T No:18/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	3,98,736.00	7975.00	365 Days	1000.00
3	DNIe-T No:19/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	4,99,935.00	9999.00	06 Months	1000.00
4	DNIe-T No:20/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	4,99,914.00	9998.00	06 Months	1000.00
5	DNIe-T No:21/EE-KLP/PWD(DWS)/ 2026-27	3,85,400.00	7708.00	180 Days	1000.00

Last date and time for document downloading and bidding: 22/06/2026 up to 3:00 PM
Time and date of opening of bid: 22/06/2026 at 4:00 PM
Document downloading and biding at application: https://tripuratenders.gov.in Class of bidder: Appropriate Class
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*

(ER. SANJOY DEBNATH)
Executive Engineer
DWS Division, Kalyanpur
Khowai Tripura
ICA/C-842/26

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are hereby invited from reputed, registered, and licensed Security Service Agencies/Firms for providing Unarmed Security Personnel (Gatekeeper) at EMRS Khumulwng, West Tripura.
Details of Requirement: ·
Deployment of Security Personnel for 24×7 duty coverage
Three shifts of 8 hours each
Total requirement: 03 (Three) Security Personnel
Tender documents may be obtained from the office of the undersigned during office hours on working days.
The undersigned reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.
Date of Collection and Submission of Tender Form: 22/06/2026 to 27-06-2026 from 09:00 AM to 02:00 PM
Date of Opening of Tender: 29/06/2026 at 12:00 Noon.
For details, contact:
Office of the Principal
EMRS Khumulwng, West Tripura

Sd/-
Principal
Eklavya Model Residential School
Khumulwng, West Tripura
ICA/C-832/26

বার বছরে জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ গত ১২ বছরে জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের কৃতিত্ব তুলে ধরেছেন। শ্রী শাহ বলেছেন যে মোদী সরকারের ১২ বছরে ভারতকে নিরাপত্তার এমন এক দুর্গে পুনর্গঠন করা হয়েছে, যা নাগরিকদের রক্ষা করে এবং শত্রুদের উপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।আজ এক্স-এ একটি পোস্টে শ্রী অমিত শাহ বলেছেন, "মোদি সরকারের ১২ বছরে গোটা ভারতবর্ষকে নিরাপত্তার এক দুর্গ হিসেবে পুনর্গঠন করা হয়েছে, যা নাগরিকদের রক্ষা করে এবং শত্রুদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সীমান্তের ওপারে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিমান হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের মতো অস্ত্রের জোরে শত্রুদের জবাব দেওয়া হোক, ৩৭০ ধারা বাতিল করা হোক, নকশালবাদ নির্মূল করা হোক কিংবা উত্তর-পূর্বে ১২টিরও বেশি চুক্তির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা হোক, ভারত জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি তার অটল অঙ্গীকারের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা দেখে বিশ্ব মুগ্ধ হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্য করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক এবং সদর মহকুমা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে এবং অগ্নিকাণ্ডের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে গৃহীত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপগুলির অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ নেয়। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও ব্যবসায়ীদের দ্রুত পুনর্বাসন এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন জানিয়েছে যে তারা পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ, পুনর্বাসন ও এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্তদের সময়মতো সহায়তা প্রদান এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

করে লাঠিচার্জের নির্দেশ দেন এবং নিজেও বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তিনি যুব কংগ্রেস কর্মীদের উদ্দেশ্যে অশালীন ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেন এবং মহিলা কর্মীদের প্রতিও দুর্ব্যবহার করেন।

এই লাঠিচার্জের ফলে বহু কর্মী গুরুতরভাবে আহত হন বলে দাবি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের মাথায় আঘাত, হাড় ভাঙা, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণসহ বিভিন্ন ধরনের গুরুতর চোট লাগে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি কয়েকজন মহিলা কর্মীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগও উত্থাপন করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকদের কোনো নির্দেশ ছাড়াই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। ফলে এটি কেবল ক্ষমতার অপব্যবহারই নয়, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারেরও চরম লঙ্ঘন বলে দাবি করেছে যুব কংগ্রেস।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের কাছে অবিলম্বে বিষয়টি আমলে নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া, অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৫ জুন আগরতলায় অনুষ্ঠিত ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

PNIeT No.: 02/EE/WR/D-V/KMP/2026-27 Dated: -16 -06-2026.

The Executive Engineer, Kamalpur Division No-V, PWD(WR), on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category for internal electrification works registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender Form	Time for Completion	Last date and time for e-bidding	Time and date of Opening of Technical Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Repair/Restoration of damaged structure of LI Schemes under Durgachowmuhani block during the year 2026-27 /SH:- Replacement & installation of 7(Seven) nos Pump-Motor & other allied works. DNIET No: 04/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 24,26,542.00	Rs. 48,531.00	Rs. 1000.00	180 Days	Upto 3.00 PM on 30/06/2026	At 4.00 PM on 30/06/2026	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Restoration of flap shutter gate at various location of Kamalpur town embankment under Kamalpur Nagar Panchayet area during the year 2026-27/S.H:- Installation of flap shutter gate including Brick work canal & C.C. Block DNIET No: 05/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 18,09,078.00	Rs. 36,182.00	Rs. 1000.00	365 Days				
3	Urgent minor repair and maintenance work at different Diversion Schemes and HPLI under W.R. Sub-Division Kamalpur during the year 2026-27/ S.H:- Minor repairing of steel structure and Clearing siltation deposit from intake well and others allied works etc.. DNIET No: 06/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 10,28,381.00	Rs. 20,568.00	Rs. 1000.00	365 Days				
4	Renovation of different M.I. Schemes under Salema Block during the year 2026-27/ S.H.:- Repairing of existing UPVC pipe line and priming tank etc. DNIET No: 07/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 8,26,049.00	Rs. 16,521.00	Rs. 1000.00	365 Days				
5	Urgent flood protection work at different places of W.R. Sub-Division, Kamalpur during the year 2026-27/SH:- Urgent flood fighting measures Providing luanching appron work by Cement Concrete Block(1:4:8), PVC wire crates, Brick bats & Gunny bags other allied works etc. DNIET No: 08/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 24,26,670.00	Rs. 48,533.00	Rs. 1000.00	365 Days				
6	Restoration of Salema Colony LI Scheme under North Kachucherra GP of Salema RD Block during the year 2026-27/SH:- Shifting of Pump House and installation of Pump Motor, Electrical Equipments and all other accessories. DNIeT No: 09/EE/WR/D-V/KMP/ 2026-27.	Rs. 16,59,445.00	Rs. 33,189.00	Rs. 1000.00	180 Days				

The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
WR Division No-V
Kamalpur, Dhalai Tripura
ICA/C-837/26

CLAIMANT NOTICE

Whereas, it has been reported by Sri.Biswajit Guha, Fr. O/o the WLPU, Sepahijala, vide his office No.F.03/SWLPU/2026-27, dated,21.05.2026 that on 21.05.2026 at about 10:25 PM, while he was patrolling with other staff Aralia area under Sepahijala Wildlife Sanctuary, he seized a Vehicle (Mahindra Bolero Pickup FB) bearing Registration No.TR01-AL-1721, Chassis No-ZN2TBKK1K81850, Engine No-TBKIK87320 at Aralia area, due to carried with 0.322 cum ordinary Sawn Timber. Then he seized 0.322 cum ordinary Sawn Timbe under Provision of 26(a), 52(1), 55(1) Indian Forest Act-1927 and 27 of WLP(A)-1972 and the rules and amendments made there under.

And whereas, Sri.Biswajit Guha, Fr. O/o the WLPU, Sepahijala has checked and found no departmental hammer impression on the loaded Sawn Timber and no departmental valid documents, for loaded Sawn Timber. The said Vehicle (Mahindra Bolero Pickup FB) bearing Registration No.TR01-AL-1721, Chassis No-ZN2TBKKIK81850, Engine No- TBKIK87320 was then seized and brought to WLPU, Sepahijala office complex and kept in safe custody.

And Therefore, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50223- 297, dated, 12.02.2015 and No.F.7(148)/Vehicle/WC/FOR/FP/11218-567, dated,29.04.1995 of the Forest Department, Government of Tripura as Authorized officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act-1927, it is contemplated to confiscate the said Vehicle (Mahindra Bolero Pickup FB) bearing Registration No.TR01-AL-1721, Chassis No- ZN2TBKK1K81850, Engine No-TBK1K87320 for the commission of Forest Offence and section and under Tripura rules notified Vide Notification No.F.7/44.FP/90/Vol-II/22795, dated, 07.05.1990 of Government of Tripura.

Now therefore, It is hereby brought to the notice of the legal owner (S) of the said. Vehicle (Mahindra Bolero Pickup FB) bearing Registration No.TR01-AL-1721, Chassis No-ZN2TBKK1K81850, Engine No-TBK1K87320 to prefer his/her/their claim over the Vehicle to the Authorized Officer (Wildlife Warden, Sepahijala Wildlife Sanctuary) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized Vehicle.

If the owner (S) or his/her/their authorized representative failed to prefer any claim over the seized Vehicle within stipulated period the decision regarding confiscation of the Vehicle along with seized Forest Produces will be taken into ex- parte.

Issued under my seal and signature this day on 04.06.2026

[N. Debnath, TFS]
Authorized Officer
Wildlife Warden, Sepahijala Wildlife Sanctuary
ICA/D-376/26

মায়াছড়ি কমিউনিটি হলে জনকল্যাণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতে কমিউনিটি হলে জনকল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। বুধবার কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী আর ডি ব্লকের উদ্যোগে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে জন কল্যাণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।অনুষ্ঠান মঞ্চেউপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, বিশিষ্ট সমাজসেবী শম্পা দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপ্তি রক্ষিত, মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের প্রধান কঙ্কন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মায়াছড়ি পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান সব্যসাচী গোয়ালা। এই জনকল্যাণ শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয় ছিল। শিবিরে বিভিন্ন দপ্তরের ষ্টল ছিল। যাতে করে জনসাধারণ সরকারি সুযোগ সুবিধা গুলি ভোগ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর জনকল্যাণ শিবিরে প্রধানমন্ত্রী শাসনকালে ১২ বছরের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গুলি বক্তারা জন সম্মুখে তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব প্রধানমন্ত্রী জনকল্যাণ কর্মকান্ড গুলি একে একে তুলে ধরে বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার গরীব মানুষের জন্য বিনামূল্যে চাল দিচ্ছে। ত্রিপুরায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পানীয় জল,বিদ্যুত, রাস্তাঘাট ইত্যাদির বহু গুণ উন্নত করেছে।

কৈলাসহরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ জুন: বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি ধারাবাহিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে কৈলাসহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানকারী বেসরকারি সংস্থা সাই কম্পিউটার লিমিটেড। দীর্ঘ সাত থেকে আট বছর ধরে সংস্থাটি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিষেবা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

করোনা মহামারীর সময় দুঃস্থ মানুষের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্র বিতরণ থেকে শুরু করে প্রতিবছর দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উপলক্ষে বস্ত্রদান, রাখীবন্ধন উদযাপন, রক্তদান শিবির এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মতো নানা সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে সংস্থাটি।

এরই ধারাবাহিকতায় এবার সংস্থার কর্মী ও গ্রাহকদের জন্য একটি বিনামূল্যের স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। ঊনকোটি জেলার শ্রম দপ্তরের সহযোগিতায় আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে অংশগ্রহণকারীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধও বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে সংস্থার কর্মী, গ্রাহক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। অংশগ্রহণকারীরা এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

উল্লেখ্য, কৈলাসহর মহকুমায় বিদ্যুৎ পরিষেবা সচল রাখতে সাই কম্পিউটার লিমিটেড বর্তমানে ১৭৮ জন কর্মী নিয়োগ করেছে। কর্মীদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করাকে অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল। স্থানীয়দের মতে, কোনো বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে কর্মী ও গ্রাহকদের জন্য এ ধরনের বৃহৎ স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের ঘটনা কৈলাসহরে খুবই বিরল। বিশেষ করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও মূল্যবান ওষুধ বিতরণের উদ্যোগ কর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্তোষের সঞ্চার করেছে।

সাই কম্পিউটার লিমিটেডের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অনুপমা দত্ত জানান, "সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সংস্থার এই ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। মানুষের পাশে থেকে সমাজের উন্নয়নে কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য।" সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাই কম্পিউটার লিমিটেড যে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছে, তা স্থানীয় মহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ব্যাকলগ সংরক্ষিত শূন্যপদ পূরণ ও রোমান হরফে ককবরক পাঠ্যপুস্তকের দাবিতে ২৪ জুন আন্দোলনে টিএসএফ

আগরতলা, ১৭ জুন: তপশিলি জাতি (এসসি) ও তপশিলি উপজাতি (এসটি)-দের জন্য সংরক্ষিত ব্যাকলগ শূন্যপদ পূরণ এবং রোমান হরফে ককবরক পাঠ্যপুস্তক চালুর দাবিতে আগামী ২৪ জুন আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ত্রিপুরা স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিএসএফ)।

বুধবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেন টিএসএফ-এর সহ-সভাপতি জন দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতা মনিশ দেববর্মা এবং পিকরাজ দেববর্মা।

জন দেববর্মা জানান, আগামী ২৪ জুন আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত এই আন্দোলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। কর্মসূচির মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এসসি ও এসটি সংরক্ষিত ব্যাকলগ শূন্যপদ দ্রুত পূরণের দাবি জানানো হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সংরক্ষিত বহু পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে রয়েছে। ফলে এসসি ও এসটি সম্প্রদায়ের যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই শূন্যপদগুলি দ্রুত পূরণ করা হলে বহু শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এছাড়াও রোমান হরফে ককবরক ভাষার পাঠ্যপুস্তক চালুর দাবিও আন্দোলনের অন্যতম প্রধান বিষয় হবে বলে জানান তিনি। টিএসএফের দাবি, ককবরক ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার স্বার্থে রোমান হরফে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও সরবরাহ জরুরি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবে তারা।

২৪ জুনের কর্মসূচিতে ছাত্র-যুব সমাজসহ বিভিন্ন অংশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে টিএসএফ। আন্দোলনকে ঘিরে রাজনৈতিক ও শিক্ষামহলে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

রেগার কাজে বঞ্চনার অভিযোগে ক্ষোভ, "কাজ দিন, না হলে গুলি করে মেরে ফেলুন" জম্পুইজলায় বৃদ্ধার আর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জম্পুইজলা, ১৭ জুন: রেগার কাজে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন ৭০ বছর বয়সী এক বৃদ্ধা। "রেগার কাজ দিন, না হলে গুলি করে মেরে ফেলুন" এমনই আবেগঘন মন্তব্য করেছেন জম্পুইজলা ব্লকের গুলিরাইবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা রোশনারা খাতুন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্বামীহারা ও অসহায় রোশনারা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে রেগার আওতায় কাজের প্রত্যাশায় ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কাজে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার দুপুরে গুলিরাইবাড়ি এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ, গুলিরাইবাড়ি ভিলেজের জিআরএস সন্ধিরাম দেববর্মা রোশনারা খাতুনকে রেগার কাজে নিযুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেন। এর প্রতিবাদে গ্রামের রেগা শ্রমিকরা একজোট হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের দাবি, রোশনারা খাতুনকে কাজের সুযোগ না দিলে তারাও রেগার কাজে অংশ নেবেন না। এদিন ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বলেন, একজন বয়স্ক, স্বামীহারা ও অসহায় মহিলাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা মানবিকতার পরিপন্থী। তাঁরা অবিলম্বে রোশনারা খাতুনকে রেগার কাজে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।

রোশনারা খাতুনের আবেগঘন মন্তব্য এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁর বক্তব্য, জীবিকার কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস না থাকায় রেগার কাজই তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। সেই সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হওয়ায় তিনি চরম হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এলাকাবাসীর আশা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রশাসন দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হবে এবং রোশনারা খাতুনসহ প্রকৃত শ্রমিকদের কাজের সুযোগ নিশ্চিত করবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোদী সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিলোনিয়ায় জনকল্যাণ শিবির, এক ছাদের নিচে মিলল বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিলোনিয়া পুর পরিষদের উদ্যোগে বুধবার পুরাতন টাউন হলে এক জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচিকে 'দুয়ারে প্রশাসন'-এর এক অনন্য উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করেন আয়োজকরা। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ভাইস চেয়ারম্যান শিখা নাথ, মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জ্যোতির্ময় দাস, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের গত ১২ বছরের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ওপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ কীভাবে এসব প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন এবং প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

জনকল্যাণ শিবিরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মৎস্য, কৃষি, পুর পরিষদ এবং মহকুমা প্রশাসনসহ বিভিন্ন দপ্তরের মোট আটটি স্টল স্থাপন করা হয়। এসব স্টলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আধার কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবা, প্রধানমন্ত্রী আরোগ্য যোজনা, বিবাহ নিবন্ধন শংসাপত্র, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, বিভিন্ন সামাজিক ভাতা এবং অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও আবেদন করার সুযোগ পান।

বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের জন্য এই শিবির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিতরা। এক ছাদের নিচে একাধিক সরকারি পরিষেবা পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠান শেষে অতিথিবৃন্দ শিবিরে স্থাপিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন এবং পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা শোনেন।

আয়োজকদের মতে, সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা আরও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশাসনের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি করাই এই ধরনের জনকল্যাণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য।

মেলাঘর তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দিল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১৭ জুন: শিক্ষার প্রসার এবং ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতকে আরও সহজ, নিরাপদ ও সুবিধাজনক করে তুলতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বুধবার মেলাঘর তেলকাজলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রীদের হাতে বাইসাইকেল তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রী বাইসাইকেল পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সদস্য, অভিভাবক এবং এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান গৌতম ঘোষ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গ্রামীণ এলাকার বহু ছাত্রীকে প্রতিদিন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে আসতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই দূরত্ব এবং যাতায়াতের সমস্যার কারণে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। বাইসাইকেল বিতরণের ফলে ছাত্রীদের যাতায়াতের কষ্ট অনেকাংশে কমবে এবং তারা আরও সহজে ও নিরাপদে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারবে।

বক্তারা আরও বলেন, এই উদ্যোগ শুধু যাতায়াতের সুবিধাই বাড়াবে না, বরং সময় সাশ্রয়ের মাধ্যমে ছাত্রীদের পড়াশোনায় আরও বেশি মনোযোগী হতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি বিদ্যালয়মুখী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এবং উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধিতেও এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাইসাইকেল পেয়ে খুশি ছাত্রীরা জানায়, এতদিন বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিদিনের যাতায়াত ছিল কষ্টসাধ্য। এখন থেকে তারা আরও সহজে ও নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতে পারবে। সরকারের এই উদ্যোগ তাদের শিক্ষাজীবনে নতুন উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস যোগাবে বলেও তারা মত প্রকাশ করে।

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি শিক্ষার প্রতি রাজ্য সরকারের অঙ্গীকার এবং কন্যাশিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন জনমুখী পদক্ষেপের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উপস্থিত অভিভাবকরাও সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনের জন্য শুভকামনা জানান।

গন্ডাছড়া মহকুমার আইপিএফটি দলের উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হলো কর্মীদের একদিনের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গণ্ডাছড়া, ১৭ জুন: বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার আইপিএফটি দলের উদ্যোগে বুধবার অনুষ্ঠিত হলো কর্মীদের একদিনের সম্মেলন। এই কর্মী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আইপিএফটি দলের সাংগঠনিক অস্তিত্বের জানান দিলো বলা যায়।টিটিএএডিসি -র সাধারণ নির্বাচনের পর বুধবারের উক্ত কর্মী সম্মেলন ছিলো আইপিএফটি দলের প্রথম সভা সমিতি এবং কর্মী সম্মেলন।

দলের প্রতিটি অঙ্গ সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে আইপিএফটি -র উদ্যোগে বুধবারের কর্মী সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় গন্ডাছড়া মহকুমার নারায়ণপুর বাজার সংলগ্ন রাইমা সাইমা কলক্ষেত্র নামক টাউন হল -এ। গন্ডাছড়া ডিভিশন্যাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে টাউন হল ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্যের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, গন্ডাছড়া ডিভিশন্যাল কমিটির সভাপতি চরণবাসী ত্রিপুরা, নেতৃত্ব উত্তমকুমার ত্রিপুরা, প্রাক্তন সভাপতি এবং বিএসি চেয়ারম্যান প্রেমসাধন ত্রিপুরা, নারীনেত্রী সুবীলতা ত্রিপুরা সহ অন্যান্যরা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার পর দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এনসি দেব্বর্মার প্রতিকৃতিতে ফুল ও মাল্যদান করেন অতিথিরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন নেতৃত্ব প্রেমসাধন ত্রিপুরা। সম্মেলনে দলের সাংগঠনিক কর্ম পরিকল্পনা এবং আসন্ন ভিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করা এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উপর জোড় দিয়ে বক্তব্য রাখেন বক্তারা।

সংশ্লিষ্ট দলের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন এধরণের কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে ডিভিশন্যাল কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত নতুন ডিভিশন্যাল কমিটির হাতে সংগঠনের যাবতীয় দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়। আগামী দিনে সকল অংশের লোকজন এবং কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আইপিএফটি দলকে একেবারে বুথ লেভেল থেকে শুরু করে রাজ্যস্তর পর্যন্ত একটি শক্তিশালী স্থানে পৌঁছানোর জন্য সকলের প্রতি আহ্বান রেখেছেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

মেকআপ প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরগরম থানা চত্বর, প্রশিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ জুন: মেকআপ প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে সরগরম হয়ে উঠেছে পূর্ব মহিলা থানা। একদিকে প্রশিক্ষণ সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন কণিকা চক্রবর্তী নামে এক মহিলা, অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে উল্টে হুমকি ও মানহানির অভিযোগ করেছেন প্রশিক্ষক উত্তরা নাথ।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১০ জুন মেকআপ প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উত্তরা নাথ ওরফে দিয়া পরিচালিত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি হন কণিকা চক্রবর্তী। তাঁর দাবি, পাঁচ মাসের কোর্সের জন্য ধাপে ধাপে মোট ৮৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান থেকে কিছু প্রসাধনী সামগ্রীও কেনা হয়, যেগুলোর মধ্যে কিছু পণ্যে এমআরপি ছিল না এবং সেগুলো ফার্স কপি বলে অভিযোগ করেন তিনি।

কণিকা চক্রবর্তীর আরও অভিযোগ, পাঁচ মাসের মধ্যে কোর্স সম্পূর্ণ করে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা থাকলেও প্রায় এক বছর পর, ২০২৬ সালের ১৫ জুন তাঁকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলেন।

অন্যদিকে, প্রশিক্ষক উত্তরা নাথ সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, কণিকা চক্রবর্তীকে নির্ধারিত কোর্সের বাইরে অতিরিক্ত সময় ধরে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজস্ব বিউটি পার্লার গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ট্রেড লাইসেন্স, পার্লার পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় পণ্য নির্বাচনসহ বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে।

উত্তরা নাথের অভিযোগ, কোর্স সম্পূর্ণ হওয়া এবং সার্টিফিকেট প্রদানের পরও কণিকা চক্রবর্তী ধারাবাহিকভাবে তাঁকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠানকে হুমকি দিয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার স্বার্থে তিনি পূর্ব মহিলা থানায় মৌখিকভাবে অভিযোগ জানান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে দুই পক্ষকে থানায় ডেকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে আলোচনার মাধ্যমে কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি বলে জানা যায়।

উত্তরা নাথ দাবি করেন, থানায় উপস্থিত অবস্থায়ও কণিকা চক্রবর্তী অসৌজন্যমূলক ও আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করেছেন। যদিও সংবাদমাধ্যমের সামনে কণিকা চক্রবর্তী নিজের অভিযোগ পুনর্ব্যক্ত করেন এবং প্রশিক্ষণ সংস্থার বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ তোলেন।

এদিকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উত্তরা নাথ জানান, তিনি এখনও পর্যন্ত কণিকা চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনও লিখিত মামলা দায়ের করেননি। একজন শিক্ষাগুরু হিসেবে ছাত্রীর ক্ষতি করতে চান না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর কথায়, "আজও যদি কণিকা কিছু শিখতে চায়, আমার দরজা তার জন্য খোলা। আমি কখনও আমার ছাত্রীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিইনি।"তবে তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠানকে বদনাম করা, আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলা এবং পরিবারকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই এই অভিযোগগুলি সামনে আনা হয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা

অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ ফায়ার সার্ভিসে চাকুরী প্রত্যাশিতদের

আগরতলা, ১৭ জুন: ফায়ার কর্মী ও ড্রাইভার নিয়োগের দাবিতে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন চাকুরী প্রত্যাশীরা। পরবর্তী সময়ে ফায়ার সার্ভিসের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসের ৩২৯টি পদে নিয়োগের জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছিল। তার কিছু দিন পর ফিজিক্যাল ও রিটেন পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় এক বছর হয়ে গেল এখনো তার ফলাফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। সেই বিষয়ে জানতে আগরতলা ফায়ার সার্ভিসের দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেছে চাকুরী প্রত্যাশিত যুবককরা। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা যেন এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেন আবেদন জানিয়েছেন।

ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬: মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে সচিবালয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৭ জুন: আগামী ৯ ও ১০ জুলাই রাজ্যে "ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬" অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রস্তুতি, বিনিয়োগ আকর্ষণের কৌশল, অতিথি ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং কনক্লেভের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

বৈঠকের শুরুতে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে কনক্লেভের প্রস্তুতি, বিগত কয়েক বছরে রাজ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ধারা, দেশের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত রোডশো, সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রস্তাব, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্ব ও কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬-এ স্বাস্থ্য, পর্যটন, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, রিয়েল এস্টেট, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, লজিস্টিকস, উৎপাদন শিল্পসহ একাধিক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগবান্ধব গন্তব্য হিসেবে ত্রিপুরার সম্ভাবনাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরা, নতুন বিনিয়োগের পথ সুগম করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশীজনদের এক অভিন্ন মঞ্চে নিয়ে আসাই এই কনক্লেভের মূল লক্ষ্য।

সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬ আয়োজন রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই আয়োজন ত্রিপুরার ইতিবাচক অর্থনৈতিক নীতি, উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশের প্রতিফলন বহন করছে।

তিনি বলেন, দেশের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এই কনক্লেভে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে, যা রাজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর ফলে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার সম্ভাবনা আরও ব্যাপকভাবে তুলে ধরার সুযোগ সৃষ্টি হবে। মুখ্যসচিব আরও বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরায় শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে ব্যবসা সহজীকরণ ও বিনিয়োগবান্ধব সংস্কারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া সরলীকরণ এবং ব্যবসা সংস্কার বাস্তবায়নে ত্রিপুরার উদ্যোগ সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, বিনিয়োগবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য কার্যত একটি দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিনিয়োগকারীরা পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, কৃষি-প্রক্রিয়াকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এটি রাজ্যের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশেরই প্রতিফলন। মুখ্যসচিব সকল দপ্তর, সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি সকলকে একযোগে কাজ করে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস কনক্লেভ-২০২৬-কে সফল করার এবং ত্রিপুরাকে দেশের সামনে একটি অনুকরণীয় বিনিয়োগ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানান। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. পি. কে. চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ, অধিকর্তাগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক এবং পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার অপহৃত স্কুলছাত্রী, পরিবারের হাতে তুলে দিল পুলিশ

আগরতলা, ১৭ জুন: অপহরণের পর বাংলাদেশে পাচার হওয়া এক স্কুলছাত্রীকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল ত্রিপুরা পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ এবং পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় নাবালিকা ওই ছাত্রীর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনে স্বস্তি ফিরেছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

বুধবার উদ্ধার হওয়া ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সংশ্লিষ্ট মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে এবং এলাকার কাউন্সিলর। এ সময় পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন এবং বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ১১ জুন জয়নগর এলাকার ওই স্কুলছাত্রী প্রতিদিনের মতো স্কুলের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু স্কুল ছুটির নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের উদ্বেগ বাড়তে থাকে। পরে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যায়, ওইদিন ছাত্রীটি স্কুলেই পৌঁছায়নি।

এরপর ছাত্রীর মা আগরতলা পশ্চিম থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। একই সঙ্গে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মণ্ডল সভাপতি এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হয়। পরে বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিগোচর করা হলে তিনি পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।

পুলিশি তদন্তে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, নাবালিকা ছাত্রীকে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। এরপর বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে তৎপরতা শুরু করে পুলিশ। ধারাবাহিক অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ছাত্রীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। গত ১৬ জুন উদ্ধার হওয়া ছাত্রীকে তার মায়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মেয়েকে ফিরে পেয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসন, মণ্ডল সভাপতি শ্যামল দে, এলাকার কাউন্সিলর এবং উদ্ধার অভিযানে সহযোগিতাকারী সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করল, প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ এবং সমন্বিত উদ্যোগ থাকলে নিখোঁজ ও পাচারের মতো গুরুতর ঘটনাতেও ইতিবাচক ফলাফল সম্ভব। তবে সীমান্তবর্তী এলাকায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও বেশি সচেতনতা এবং নজরদারির প্রয়োজন বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

১০ মাস পর মিলছে বকেয়া অনুদান, স্বস্তিতে ডুম্বুর জলাশয়ের প্রায় ৪ হাজার মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৭ জুন: দীর্ঘ প্রায় ১০ মাসের অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে ডুম্বুর জলাশয়ের লাইসেন্সধারী মৎস্যজীবীদের। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই মৎস্যজীবীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বকেয়া তিন মাসের অনুদানের অর্থ জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে মৎস্য দপ্তর।

প্রতি বছর বর্ষাকালে জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ডুম্বুর জলাশয়ে মাছ শিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে মৎস্য দপ্তর। এই সময় বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রজননের উদ্দেশ্যে ডিম ছাড়ে। মাছের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ওই তিন মাস জলাশয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। মাছ ধরা বন্ধ থাকার কারণে লাইসেন্সধারী মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করতে সরকার প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে মোট তিন হাজার টাকা অনুদান প্রদান করে। সাধারণত নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে এই অনুদান মৎস্যজীবীদের হাতে পৌঁছে যায়। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের অনুদানের অর্থ বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতা ও দপ্তরের একাংশ কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে দীর্ঘদিন আটকে ছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

বকেয়া অনুদান না পাওয়ায় মৎস্যজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর মৎস্য দপ্তর সক্রিয় হয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। গন্ডাছড়া মৎস্য খামারের ফিসারিজ সুপার মদন ত্রিপুরা জানান, ডুম্বুর জলাশয়ের প্রায় চার হাজার লাইসেন্সধারী মৎস্যজীবীর বকেয়া অনুদান পরিশোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মৎস্যজীবীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ জমা দেওয়া হবে।তিনি আরও জানান, যেসব লাইসেন্সধারী মৎস্যজীবী এখনও অনুদানের অর্থ পাননি, তাঁদের ফিসারিজ লাইসেন্স, রেশন কার্ড, আধার কার্ড এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জেরক্স কপি আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।দীর্ঘ ১০ মাস পর বকেয়া অনুদানের অর্থ পাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ডুম্বুর জলাশয় এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে স্বস্তি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জেলেদের আশা, দ্রুত অর্থ হাতে পেলে তাদের আর্থিক সংকট অনেকটাই লাঘব হবে।

বিপজ্জনক অবস্থায় বেগ্রাম পাড়ার

● আটের পাতার পর

ভেঙে যাওয়ায় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিশেষ করে বর্ষাকালে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বেড়ে গেছে বলে জানান এলাকাবাসী।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁদের দাবি, মান্দাইয়ের বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা এবং এমডিসি জগদীশ দেববর্মাকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে সেতুর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামতের জন্য এখনও কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

বুধবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী অবিলম্বে সেতুর সাইড ওয়াল সংস্কার এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা না করা হলে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এলাকাবাসীর দাবি, জনস্বার্থে প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর যেন দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে সেতুটি সংস্কার করে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করে।

ধর্মনগরে অ্যাম্বুলেন্স ও স্কুটির মুখোমুখি

● আটের পাতার পর রয়েছেন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার ওপর বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অ্যাম্বুলেন্সের সামনের চাকা ফেটে যাওয়াকেই দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে মনে করা হলেও, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

জল জীবন মিশনের পাম্পের জলে

● আটের পাতার পর

জেলা শাসকসহ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনের প্রতিনিধিদের বিষয়টি অবহিত করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধান বা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বলে অভিযোগ তাদের।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দাদের মতে, জল জীবন মিশন প্রকল্প মানুষের পানীয় জলের সুবিধার জন্য চালু করা হলেও সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সেই প্রকল্পই আজ এলাকার কৃষকদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা মনে করছেন, দ্রুত জল নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ, পাম্প থেকে নির্গত অতিরিক্ত জল নিয়ন্ত্রণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না করা হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। বর্তমানে মাথায় হাত দক্ষিণ মানিকভান্ডারের কৃষক ও সাধারণ মানুষের। প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং স্থায়ী সমাধানের আশায় দিন গুনছেন তারা। এলাকার মানুষের একটাই দাবিঅবিলম্বে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে কৃষিজমিগুলোকে জলমুক্ত করা হোক এবং দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হোক দক্ষিণ মানিকভান্ডারবাসীকে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
18-06-2026, 01:15

প্রাঙ্গন

২৪ জুন থেকে মাসব্যাপী জাতীয় স্তরের বক্সিং প্রশিক্ষণ শিবির, চলছে জোর প্রস্তুতি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজ্যের বক্সিং প্রতিভাদের মানোন্নয়নে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ জুন থেকে ২৩ জুলাই পর্যন্ত রাজধানী আগরতলার এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এক মাসব্যাপী বিশেষ কোচিং ও ট্রেনিং ক্যাম্প। রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর এবং ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই মেগা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। সামগ্রিক সহযোগিতায় থাকছে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সমীর সাহা জানিয়েছেন, খেলোয়াড়দের উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দিতে গোটা বক্সিং ফেডারেশন থেকে জাতীয় পর্যায়ের প্রথিতযশা কোচ আসছেন। এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে রাজ্যজুড়ে এখন চলছে জোর প্রস্তুতি। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে সাব-জুনিয়র, জুনিয়র ও সিনিয়রউভয় বিভাগের ৮ জন করে বালক ও বালিকা বক্সার সুযোগ পাবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আয়োজিত এই শিবিরের জন্য খেলোয়াড়দের কোনো ফি দিতে হবে না। উপরন্তু, অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতিদিনের টিফিন বাবদ সমস্ত খেলোয়াড়কে একসাথে নগদ অর্থ প্রদান করা হবে। তবে খেলোয়াড়দের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত বিভিন্ন জেলা থেকে উপযুক্ত বক্সাররা এই জাতীয় পর্যায়ের শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করে নিয়েছেন।বক্সারদের পাশাপাশি রাজ্যের বক্সিং প্রশিক্ষকদের জন্যও থাকছে দারুণ সুযোগ। মূল শিবিরের পাশাপাশি বক্সিং প্রশিক্ষকদের জন্য ১০ দিনের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরের জন্য প্রতিটি জেলা থেকে ৪ জন করে প্রশিক্ষক নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই বিশাল আয়োজনকে সফল করে তুলতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একটি জমকালো উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানের রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। জাতীয় স্তরের এই প্রশিক্ষণ শিবির রাজ্যের বক্সিংয়ের ভবিষ্যৎ রূপরেখা বদলে দিতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নেবে বলে আশা প্রকাশ করছে ক্রীড়ামহল।

হলফনামা

আমি, দীপতনু সাহা,পিতা - বিশ্বজিৎ সাহা, ঠিকানা - উদয়পুর বদর মোকাম, ভবিষ্যতে সকল প্রয়োজনে আমার নাম পরিবর্তন করে স্বাই সাহা রাখিছি। এ বিষয়ে ১৬-জুন-২০২৬ তারিখের এফিডেভিট উদয়পুর নোটারি পাবলিক দ্বারা স্বীকৃত।

স্কুল ক্রিকেটে এডি নগরকে হারিয়ে নেতাজি কো: ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। দুরন্ত জয় পেয়েছে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন। হারিয়েছে শক্তিশালী এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলকে, ছয় উইকেটের বড় ব্যবধানে। দুর্দান্ত এই জয়ের সুবাদে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন যথারীতি গ্রুপ সি থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের ছাড়পত্র পেয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। লীগ পর্যায়ের শেষ রাউন্ডের খেলায় সকাল আটটায় আমতলী স্কুল প্রাঙ্গণে ম্যাচ শুরুতে এডি নগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারের মধ্যে ১৮ ওভার ৪ বল খেলে ১১১ রানের ইনিংস গুটিয়ে নেয়।দলের পক্ষে সৌম্যদীপ চক্রবর্তী সর্বাধিক ৩৭ রান পায়। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের অর্পণ ভট্টাচার্য ২১ রানে চারটি, দীপজয় গুরু বিশ্বাস ২১ রানে তিনটি এবং স্বীপ দে ২৪ রানের দুটি উইকেট তুলে নেয়। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন ১০ ওভার ৪ বল খেলে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে ঈশান আচার্য্য ১৯ বল খেলে সাতটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৪৬ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া দীপ দে ১৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৪০ রান পায়। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দীপ দে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

সেন্ট পলসস্কুলকে হারিয়ে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি মূল পর্বে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। দুর্দান্ত জয় পেয়েছে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি। হারিয়েছে শক্তিশালী সেন্ট পলসস্কুলকে, আট উইকেটের বড় ব্যবধানে। দুরন্ত এই জয়ের সুবাদে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি যথারীতি গ্রুপ বি থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়ে মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। লীগ পর্যায়ের অন্তিম রাউন্ডের খেলায় নীপকো গ্রাউন্ডে সকাল আটটায় ম্যাচ শুরুতে সেন্ট পলসস্কুল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে আয়ুশ মন্ডল সর্বাধিক ৭৬ রান পায়। আয়ুষ ছত্রিশ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও আটটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৬ রাম সংগ্রহ করে। হেনরি ডিরোডিও একাডেমির কৃপাশময় দেবরায় ২৩ রানে এবং রাজদীপ দেবনাথ ২৯ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ব্যাট করতে নামলে বৃষ্টি বিঘ্নিত পরিস্থিতির কারণে ম্যাচের পরিধি কমিয়ে ১৭ অভারে টার্গেট ১৪২ স্থির করা হয়। এমতাবস্থায় ৪ বল বাকি থাকতে দুই উইকেট হারিয়ে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। মূলতঃ রাহুল বর্মনের ৬৪টি রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ৫৯ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। রাহুল ৪৫ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও ছয়টি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৬ রান পায়। রাজদীপ ৫৯ রান পেয়েছে ৪৫ বল খেলে একটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। সেন্ট পলসস্কুলের কৃষাণ দেববর্মা ২৫ রানে একটি উইকেট পেয়েছিল। বলে ব্যাটে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রাজদীপ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য স্তরীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২৩ জুন থেকে, উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। আগামী ২৩ থেকে ২৫ জুন রাজধানী আগরতলার এনএসআরসিসি বাস্কেটবল কোর্টে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৭ তম পুরুষ, ৩৪ তম মহিলা এবং ৯ম ইউথ বালক গ্রুপের আন্তঃ জেলা তথা স্টেট লেভেল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। পশ্চিম জেলা বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই রাজ্য স্তরীয় টুর্নামেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে আজ বেলা এগারোটায় এনএসআরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বাস্কেটবল সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সমীর দাস, কোষাধ্যক্ষ অশোক পাল এবং অর্গানাইজিং কমিটির সেক্রেটারি রাজু সাহা। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২৩ জুন বেলা ১২টার মধ্যে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের রিপোর্ট করতে হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় ঊনকোটি জেলা ছাড়া বাকি সাতটি জেলা দল এবং সেই সঙ্গে ইকফাই ইউনিভার্সিটি ও ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি সহ মোট ৯টি ইউনিট পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে অংশ নেবে। অন্যদিকে, ইয়ুথ বালক গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সাতটি জেলা দল।২৩ জুন বিকেল পাঁচটায় এই মেগা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান উদ্বোধক হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই আসরের পর্দা নামবে ২৫ জুন। ঐদিন সন্ধ্যা সাতটায় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এছাড়া উদ্বোধনী ও সমাপনীউভয় অনুষ্ঠানেই ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ এবং যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং প্রমূখ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত থাকবেন বলে উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল

শুরু হয়েছে বিশ্বকাপ ফুটবল, বিশ্বজুড়ে এখন চলছে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা। ফুটবল ভক্তরা নিজ নিজ দলের সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছেন। ঠিক এমন সময়ে অভিনব একটি কাজ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস গড়েছে ম্যাসাচুসেটস পোর্ট অথরিটি।ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ২০২৬ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত সরকারি সংস্থা ম্যাসাচুসেটস পোর্ট অথরিটি ৪৭ দশমিক ৯ ফুট ব্যাসের একটি বিশাল আকারের ফুটবল তৈরি করেছে। এবারের বিশ্বকাপ ফুটবলের তিন আয়োজক দেশের একটি যুক্তরাষ্ট্র।ম্যাসাচুসেটস পোর্ট অথরিটির তৈরি করা ফুটবলটি ইস্ট বোস্টনের পিয়ার্স পার্ক—২—এ স্থাপন করা হয়েছে। ওহাইওভিত্তিক কোম্পানি ব্রিটেন ইনকরপোরেটেড এবং ক্রিয়েটিভ ইনফ্ল্যাটেবলস ফুটবলটি তৈরি করেছে। এ বছর বিশ্বকাপ ফুটবলের তিন আয়োজক দেশ মেক্সিকো, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র। ফক্সবোরোর বোস্টন স্টেডিয়ামে জুন ও জুলাই মাসে গ্রুপ পর্বের একাধিক এবং কোয়ার্টার ফাইনাল পর্বের একটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাসাচুসেটস পোর্ট অথরিটি বলেছে, বিশাল আকৃতির ফুটবলটি ১৮ জুন পর্যন্ত জনসাধারণের প্রদর্শনের জন্য পিয়ার্স পার্ক—২—এ রাখা হবে। ফুটবলটি তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণগুলো পরে পুনর্ব্যবহার করা হবে বলেও জানায় তারা।এক বিবৃতিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছে, 'এই বিশাল ফুটবলটি বৃহৎ পরিসরে ফিফা বিশ্বকাপ উদ্যাপনের প্রতীক হিসেবে কাজ করছে। একই সঙ্গে সারা বিশ্ব থেকে আসা দর্শনার্থীদের স্বাগত জানানোর প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এটি বোস্টনের মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও নিজেদের নিয়ে গর্ব করার উপলক্ষ তৈরি করেছে।'এর আগের সবচেয়ে বড় ফুটবল তৈরির বিশ্ব রেকর্ডের মালিক ছিল কাতারের দোহা। ২০১৩ সালে দোহায় স্থাপন করা ফুটবলটির ব্যাস ছিল ৩৯ দশমিক ৯৮ ফুট। বোস্টনের মেয়র মিশেল উ বলেন, 'ফিফা বিশ্বকাপের গর্বিত আয়োজক হিসেবে এবং এখন একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ডের শহর হিসেবে আমরা নিজেদের মান আরও উঁচুতে তুলতে থাকব এবং সেই সব মুহূর্তের প্রতি আমাদের আবেগ বিশ্বকে দেখাব, যা আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে।' এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এবং বোস্টন আসলে কী, তা আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরতে সহায়তা করায় তিনি ম্যাসাচুসেটস পোর্ট অথরিটি এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেশঁর এক চালে বাজিমাত ফ্রান্সের, জোড়া গোলে পেলেকে ছাপিয়ে গেলেন এমবাপে, সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল সেনেগাল

হাত কামড়াচ্ছেন জিনেদিন জিদান। ভাবছেন, ২৪ বছর আগে তাঁর দলের কোচের নাম যদি দিদিয়ের দেশঁ হত, তা হলে হয়তো সেনেগালের কাছে হেরে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ যেতে হত না তার আগের বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। ২৪ বছর পরেও তো মনে হচ্ছিল, একই ছবি দেখা যাবে। আরও এক বার আফ্রিকার দলের কাছে হারবে ফ্রান্স। কিন্তু দলের মাথায় যদি বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক ও কোচ থাকেন, তা হলে যা হওয়ার তাই হল। বিরতিতে দেশঁর একটি চালে সেনেগালকে ৩-১ গোলে হারাল ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপে জোড়া গোল করলেন। একই ম্যাচে ছাপিয়ে গেলেন পেলে, লিয়োনেল মেসি ও ফরাসি কিংবদন্তি জঁ ফঁতেকে। ফ্রান্সের হয়ে অপর গোল ব্র্যাডলি বার্কোলার। সেনেগালের হয়ে শেষ দিকে ইব্রাহিম এমবায়ে একটি গোল শোধ করলেও তা কাজে লাগল না। সুযোগ নষ্টের খেসারত দিল তারা।

বিশ্বকাপে দ্বিতীয় বার মুখোমুখি হচ্ছিল ফ্রান্স ও সেনেগাল। আগের বারের স্মৃতি ফ্রান্সের জন্য সুখকর ছিল না। পাপা বৌবা দিওফের নাম জিদান অন্তত কোনও দিন ভুলবেন না। সেই দলেরই সদস্য পাপে থিয়াও এখন সেনেগালের কোচ। তিনি জানতে ফ্রান্সের সব আক্রমণের লক্ষ্য থাকবেন এমবাপে। তাই নিজের রক্ষণ সে ভাবেই সাজিয়েছিলেন তিনি। এমবাপের সঙ্গে জোঁকের মতো লেগেছিলেন কৌলিবালি। ব্যস, প্রথমার্ধে সেখানেই ঢাকা পড়ে গেলেন এমবাপে।

প্রথমার্ধে খুব বেশি হলে চার থেকে পাঁচ বার বল পেয়েছেন এমবাপে। তা-ও রাখতে পারেননি। প্রথম টাচ দেখে মনে হচ্ছিল, এমবাপের মুখোশ পরে হয়তো অন্য কেউ খেলছেন। যেটুকু খেললেন, মাইকেল ওলিসে। এ বার বালঁ দ্যরের দাবিদার তিনি। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে গোলের বন্যা বইয়েছেন। কিন্তু তিনি একাই খেললে কী হবে, বাকিদেরও তো সঙ্গ দিতে হবে।

সেনেগালের বিশ্বকাপের দলের ১০ জনের জন্ম ফ্রান্সে। বেশির ভাগ খেলোয়াড় অবলীলায় ফরাসি ভাষা বলতে পারেন। সেনেগাল জানত, নিজেদের মধ্যে কথা বলতে গেলে ফরাসিতে বললে চলবে না। তাই সেনেগালের আদিবাসীদের ভাষা ওলফ-এ কথা বলা শুরু করল তারা। কর্নারের সময়, বা নিজেদের মধ্যে পাস দেওয়ার সময় অদ্ভুত একটা ভাষা বার হচ্ছিল মানেদের মুখ থেকে। ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের মধ্যে দেম্বেলের মতো কয়েক জন সেই ভাষা জানলেও বাকিরা জানেন না। তাই ধরতে পারছিলেন না। প্র দ্বিতীয়ার্ধে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় বল পেতে শুরু করলেন এমবাপে। দেখা গেল তাঁর পরিচিত দৌড়। সেই দৌড়ের সাহায্যে পেনাল্টিও প্রায় আদায় করে ফেলেছিলেন তিনি। সাদিয়ো মানে বক্সের মধ্যে ট্যাকলকরেন। এমবাপে পড়ে যান। রেফারি আলিরেজা ফাঘানি প্রথমে কর্নার দেন। ফ্রান্সের ফুটবলারেরা পেনাল্টির আবেদন করছিলেন। ভার-ও রেফারিকে পরামর্শ দেন রিপ্লে দেখার। গ্যালারিতে তখন চিৎকারে কান পাতা দায়। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ৮০ হাজারের বেশি দর্শকের মধ্যে ৭৫ হাজারই ছিলেন ফরাসি সমর্থক। আমেরিকার অভিবাসন নীতির কারণে সেনেগালের খুব কম দর্শকই যেতে পেরেছেন। সকলে ভাবছিলেন, পেনাল্টি হবে। সকলকে অবাক করে রেফারি ফাঘানি জানালেন, এমবাপেই ইচ্ছা করে মানের পায়ে পা লাগিয়েছেন। তাই কর্নার নয়, তার বদলে গোল কিক দেওয়া হল।

রেফারি ফাঘানি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে তিনি ইরানের। সে দেশের ফুটবল দলকে আমেরিকা ছাড়তে হলেও দিব্যি গোটা ম্যাচ পরিচালনা করলেন তিনি। কথায় কথায় ফাউল দিলেন না। ইরানের বাকিদের মতো তিনিও বেশ 'টাফ'। টেনে খেলালেন। ফুটবল যে 'বডি কনট্যাক্ট গেম' তা বুঝিয়ে দিলেন। একটা সময় তো মনে হচ্ছিল, আদৌ কোনও ফাউল কি তিনি দেবেন? তবে এমবাপের পেনাল্টির আবেদন নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। খালি চোখে দেখে মনে হয়েছিল, মানে বলে পা লাগাতে পারেননি। আর ওই পরিস্থিতিতে যে কোনও স্ট্রাইকার ডিফেন্ডারের পা জড়িয়ে পড়বেন। ফুটবলে এ রকম পেনাল্টি হামেশাই দেখা যায়। কিন্তু ফাঘানি দিলেন না। ৬৬ মিনিটের মাথায় ওলিসের পাস ধরে মেন্ডির পায়ের পাশ দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন এমবাপে। এগিয়ে যায় ফ্রান্স।

গোল খেয়ে আক্রমণ করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না সেনেগালের। তখনই আরও একটি চাল চাললেন দেশঁ। দেম্বেলেকে তুলে নামালেন বার্কোলাকে। তিনি জানতেন, সেনেগাল আক্রমণে উঠলে রক্ষণে অনেক ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে। সেখানে বার্কোলার গতি কাজে লাগবে। হলও তাই। ৮২ মিনিটের মাথায় ডিফেন্ডারদের গতিতে পরাস্ত করে গোল করলেন বার্কোলা।তার পরেও আক্রমণ ছাড়েনি সেনেগাল। অবশ্য তখন রক্ষণ করেও কোনও লাভ হত না। সংযুক্তি সময়ে একক দক্ষতায় একটি গোল করেন এমবায়ে।

বিশ্বকাপে নেমেই হ্যাটট্রিক মেসির! আলজেরিয়াকে হেলায় হারিয়ে লিয়ো বোঝালেন, চ্যাম্পিয়ন হতেই নেমেছে আর্জেন্টিনা

চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলল আর্জেন্টিনা। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেললেন লিয়োনেল মেসি। মাঠে ছিলেন ৭৮ মিনিট। তার মধ্যেই করে ফেললেন হ্যাটট্রিক। বিশ্বকাপে প্রথম বার। মেসির পায়ে আলজেরিয়াকে হেলায় হারাল আর্জেন্টিনা। মেসি প্রথম ম্যাচেই বুঝিয়ে দিলেন, আরও এক বার চ্যাম্পিয়ন হতেই নেমেছেন তাঁরা।

৩৯ বছর বয়সে বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছেন। মেসি আদৌ ভাল খেলতে পারবেন তো? কত ক্ষণ খেলতে পারবেন? বিশ্বকাপের আগে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট কতটা সেরেছে? এমনই বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছিল গত বারের বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে নিয়ে। তিন শটে তার জবাব দিয়ে দিলেন তিনি। আপাতত চুপ করে যাবেন সমালোচকেরা।

প্রশ্ন উঠছিল, মেসি কি শুরু থেকে খেলবেন? তার জবাব শুরুতেই দিয়ে দেন কোচ লিয়োনেল স্কালোনি। মেসিকে শুরু থেকেই নামিয়ে দেন তিনি। স্কালোনি চাইছিলেন, শুরুতেই গোল তুলে নিতে। আর তার জন্য মেসির উপরেই ভরসা রাখেন তিনি। কোচকে হতাশ করেননি মেসি।

শুরুর কয়েক মিনিটে অবশ্য দু'দলের ডিফেন্ডারদের থেকেও বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছিল ভার প্রযুক্তির দায়িত্বে থাকা দলকে। ১০ মিনিটের মধ্যেই দু'দল এক বার করে গোল করে ফেলেছিল। আর্জেন্টিনার হয়ে বল জালে জড়ান মেসি। কিন্তু দু'বার অফসাইডে গোল বাতিল হয়। অর্থাৎ, ভার-এর দলকে তৎপর থাকতে হচ্ছিল। শুরু থেকেই দুই দল মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

খাতায়-কলমে শক্তিশালী দল হলেও আর্জেন্টিনা প্রথম ১৫ মিনিট পুরোপুরি মাঝমাঠের দখল নিতে পারেনি। বেশ কয়েক বার তাদের কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নেয় আলজেরিয়া। দেখে মনে হচ্ছিল, এখনও থিতু হতে পারেনি তারা। যদিও তার পর খেলায় ফিরল আর্জেন্টিনা। নেপথ্যে সেই মেসি।

মেসিকে মার্ক করেননি আলজেরিয়ার কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচ। পাড়ার কোনও ক্লাবের কোচও এই ভুল করবেন না। অন্তত দু'জনকে মেসির পিছনে রাখবেন। কিন্তু পেটকোভিচ কী পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তিনি নিজেই বলতে পারবেন। তার খেসারত দিতে হল আলজেরিয়াকে। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর কাছ থেকে থ্রু বল পেয়ে খানিকটা দৌড়ালেন মেসি। বক্সে ঢোকার চেষ্টাও করলেন না। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল করলেন। এই ম্যাচে বিশ্বকাপে অভিষেক হল আর এক জিদানের। লুকা জিদান। ফরাসি কিংবদন্তি জিনেদিন জিদানের ছেলে। আলজেরিয়ার গোলরক্ষক লুকা বলে হাত লাগালেও আটকাতে পারলেন না। ১৭ মিনিটে ১-০ গোলে এগোল আর্জেন্টিনা। প্রথম গোলের পর আর্জেন্টিনার খেলা বদলে গেল। বোঝা গেল, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার চাপ মাঠের বাইরে ছুড়ে ফেলেছেন তাঁরা। উপভোগ করছেন। বেশি ক্ষণ পায়ে বল রাখছিলেন না আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা। ওয়ান টাচ ফুটবল খেলছিলেন তাঁরা। বল পেলে সঙ্গে সঙ্গে সতীর্থকে দিয়ে দিচ্ছিলেন। তাতে খেলার গতি বাড়ছিল। প্রতিপক্ষ সুযোগ পাচ্ছিল না বলের দখল নেওয়ার।

মেসি জানেন তাঁর বয়স হয়েছে। তাই দক্ষতার সঙ্গে বুদ্ধিও কাজে লাগাচ্ছেন তিনি। এক জায়গায় থাকছিলেন না মেসি। কখনও নীচে নেমে খেলা তৈরি করছিলেন। আবার কখনও উপরে উঠছিলেন। ফাঁকা জায়গায় থাকছিলেন তিনি। তাতে সতীর্থদের সুবিধা হচ্ছিল মেসিকে খুঁজে নিতে।

এগিয়ে যাওয়ার পর প্রথমার্ধের শেষ দিকে খেলার গতি কিছুটা কমিয়ে ফেলে আর্জেন্টিনা। তারা জানত, আলজেরিয়া গোল করার চেষ্টা করবে। তাই খেলার গতি কমিয়ে আলজেরিয়াকে সুযোগ কম দেওয়ার চেষ্টা করে তারা। তবে পায়ে বল পেলে দেখা যাচ্ছিল মেসির সেই চোরা গতি। গোল খাওয়ার পর শোধ করার মরিয়া চেষ্টা করে আলজেরিয়া। কিন্তু প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনার রক্ষণ ভাঙতে পারেনি তারা।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতি আক্রমণ থেকে ভাল সুযোগ তৈরি করেছিল আর্জেন্টিনা। ডান প্রান্তে অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়েছিলেন রদ্রিগো ডি পল। বক্সে ঢুকে পড়েন তিনি। ডি পল নিজেই শট মারতে পারতেন। কিন্তু মেসিকে খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁর পাস ভাল হয়নি। ফলে গোলের সুযোগ নষ্ট হয়।

৫৫ মিনিটের মাথায় আক্রমণে জোড়া বদল করেন স্কালোনি। লাউতারো মার্তিনেজ ও থিয়াগো আলমাডার বদলে নিকোলাস গঞ্জালেজ ও ইউলিয়ান আলভারেজকে নামান তিনি। আক্রমণে যাতে মেসির উপর চাপ কমে, তার জন্যই এই সিদ্ধান্ত। স্কালোনি চাইছিলেন, যত ক্ষণ সম্ভব মেসিকে মাঠে রাখতে। সেই সিদ্ধান্ত কাজে লাগে। আর্জেন্টিনার বাকি স্ট্রাইকারদের আটকাতে গিয়ে মেসিকে বার বার ছেড়ে দিচ্ছিলেন ডিফেন্ডারেরা।

৬০ মিনিটের মাথায় সুযোগসন্ধানী স্ট্রাইকারের ভূমিকায় দেখা গেল মেসিকে। যে আক্রমণ তৈরি হয়েছিল মেসির পায়ে, তা শেষও হল মেসির পায়েই। বাঁ প্রান্ত থেকে সতীর্থের উদ্দেশে পাস বাড়িয়েছিলেন মেসি। সেই বল যায় অ্যালেক্সিস ম্যাকঅ্যালিস্টারের কাছে। তাঁর জোরালো শট কোনও রকমে বাঁচান লুকা। কিন্তু ফিরতি বল আসে মেসির পায়ে। ডান পায়ে গোল করে দলকে ২-০ এগিয়ে দেন তিনি। বোঝা যাচ্ছিল, এ বারের বিশ্বকাপও নিজের নামে করতে নেমেছেন মেসি। ৭৬ মিনিটেই হয়ে গেল তাঁর হ্যাটট্রিক। বিশ্বকাপে প্রথম বার। মেসিকে থামাতে পারছিল না আলজেরিয়া। আরও এক বার বক্সের বাইরে বেশ খানিকটা জায়গা পান তিনি। বার বার এক ভুলের খেসারত দিতে হল আলজেরিয়াকে। বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে নিখুঁত ফিনিশ মেসির। ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা।

অভিষেকে জোড়া গোল হলান্ডের ইরাক গোল পেল ৪০ বছর পর

ম্যাচের তখন ৮৩ মিনিট। ইরাকের গোলকিপার জালাল হাসানকে ডান প্রান্তে একা পেয়ে যান আর্লিং হলান্ড। বেশ জোরে শটও নেন। কিন্তু জালালের পায়ে লেগে বল লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় হলান্ডের হ্যাটট্রিকটা আর হলো না। শেষ বাঁশি বাজার পর নরওয়ের স্ট্রাইকারকে তাই বিশ্বকাপ অভিষেকে সন্তুষ্ট থাকতে হলো জোড়া গোলে।তবে বোস্টন স্টেডিয়ামে ইরাকের বিপক্ষে নরওয়ের ৪-১ গোলে জয়ের এ ম্যাচে এমন কিছুই প্রত্যাশিত ছিল। ম্যাচটা হবে 'হলান্ড শো'হ্যাটট্রিক পেতে পারেন কিংবা নিদেনপক্ষে জোড়া গোল করবেন, এমন প্রত্যাশা ছিল অনেকের। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের এই 'গোলমেশিন' বিশ্বকাপ অভিষেকে সেটা করলেন ম্যাচের ৪৩ মিনিটের মধ্যে। প্রথম ও দ্বিতীয় গোলের মাঝখানে ব্যবধান ছিল মাত্র ১৪ মিনিট।কিন্তু এ ম্যাচকে পুরোপুরি হলান্ডের বলা যাচ্ছে না। কারণ, পার্শ্চরিত্ররাও আছেন। ২৯ ও ৪৩ মিনিটে হলান্ডের জোড়া গোলের পর ৭৬ মিনিটে নরওয়ের হয়ে আরও একটি গোল করেন স্কিরি অস্টিগার্ড। যোগ করা সময়ে ৬ মিনিটে নরওয়ে শেষ গোলটি পেয়েছে ইরাকের তারকা স্ট্রাইকার আইমেন হুসেইনের কাছ থেকে! হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, আত্মঘাতী গোল।ম্যাচে ইরাকের হয়ে একমাত্র গোলটিও আইমেন হুসেইনের। সেটা সমতাসূচক গোল। ২৯ মিনিটে হলান্ড নরওয়েকে এগিয়ে দেওয়ার পর ৩৯ মিনিটে হেডে গোল করেন আইমেন। পরে আত্মঘাতী গোল করায় বিশ্বকাপে বিরল এক তালিকায়ও নাম লেখান তিনি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এক ম্যাচে গোল করার পাশাপাশি আত্মঘাতী গোলও করলেন আইমেন।বিশ্বকাপে এ নিয়ে দ্বিতীয় গোল পেল ইরাক। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিপক্ষে গোল পেয়েছিল ইরাক। ৪০ বছর ৯ দিন পর আইমেনের কল্যাণে আরেকটি গোলের দেখা পেল দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে আসা ইরাক। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো জাতীয় দলের প্রথম ও দ্বিতীয় গোলের মাঝখানে এটা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সময়ের ব্যবধান। এ ম্যাচেরই জয়ী দল নরওয়ে তালিকায় শীর্ষে।১৯৩৮ বিশ্বকাপের পর ৫৬ বছর ২৮ দিনের বিরতি নিয়ে ১৯৯৪ বিশ্বকাপে এই যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই দ্বিতীয় গোল পেয়েছিল নরওয়ে।সেই নরওয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে এবার প্রথম ম্যাচেই পেল চার গোলের দেখা। বিশ্বকাপে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় জয়। আর সেই জয়ে যে হলান্ডের অবদানই বেশি, তা না বললেও চলে।'আই' গ্রুপে প্রথম ম্যাচ জিতেই শীর্ষে নরওয়ে। দ্বিতীয় ফ্রান্সের সংগ্রহও সমান ৩ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে নরওয়ের সঙ্গে পিছিয়ে দিদিয়ের দেশমের দল। পয়েন্ট না পাওয়া সেনেগাল তিনে ও ইরাক চারে।

এখনও সুস্থ নন নেমার! হাইতি ম্যাচেও খেলা নিয়ে সংশয়, নতুন করে স্ক্যান ব্রাজিলের ফুটবলারের

মরক্কোর বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। হাইতির বিরুদ্ধেও নেমারের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তিনি কবে সুস্থ হতে পারবেন, তা সম্ভবত নিজেও জানেন না। নতুন করে নেমারের চোটের পরীক্ষা করা হয়েছে। রিপোর্টের বিষয়ে কিছু ফাঁস করেনি ব্রাজিল।ডান পায়ের পেশিতে চোট রয়েছে নেমারের। বিশ্বকাপের আগেই চোট পেয়েছিলেন তিনি। চোটের কারণে গত মরসুমে খুব কম সময় মাঠে দেখা গিয়েছে তাঁকে। চোট থাকার পরেও নিজের দলে নেমারকে নিয়েছিলেন ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। তিনি আশা করেছিলেন, বিশ্বকাপে ব্রাজিল নামার আগে নেমার সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই আশা ক্রমশ কমছে।জানা গিয়েছে, নেমারের চোট আবার স্ক্যান করে দেখা হয়েছে। সেই পরীক্ষার রিপোর্টের বিষয়ে কিছু জানায়নি ব্রাজিল। পুরো বিষয়টি গোপন রাখতে চাইছে তারা। বিশ্বকাপের দলে থাকলেও এখনও সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করতে দেখা যাচ্ছে না তাঁকে। ম্যাচের সময়ও বেঞ্চেই বসে থাকছেন ৩৪ বছর বয়সি তারকা।বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল হয়নি ব্রাজিলের। মরক্কোর বিরুদ্ধে কোনও রকমে ড্র করেছে তারা। ব্রাজিলের খেলা দেখে মন ভরেনি। ভিনিসিয়াস জুনিয়র একক দক্ষতায় গোল করতে না পারলে প্রথম ম্যাচেই হারতে হত ব্রাজিলকে। নেমার না থাকায় সামনে ইগর থিয়াগোকে খেলিয়েছিলেন আনচেলোত্তি। একেবারেই নজর কাড়তে পারেননি এই স্ট্রাইকার।সেই ম্যাচে সাইডলাইনে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দিতে দেখা গিয়েছে নেমারকে। এমনকি গোলের আগে নেমারের কথা শুনেই রসদ পেয়েছিলেন ভিনিসিয়াস। কিন্তু নেমারের কাজ মাঠে নেমে গোল করা। কঠিন পরিস্থিতি থেকে ব্রাজিলকে বার করা। তিনি কবে মাঠে নামবেন সেই আশাতেই রয়েছেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। কিন্তু তাঁকে নিয়ে ধোঁয়াশা বেড়েই চলেছে।ম্যাচজুড়ে লড়াই করলেও শেষ দিকে দুই গোল হজম করে হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়ল জর্ডান। প্রথমবার বিশ্বকাপে পা রাখা এশিয়ান দলটি অস্ট্রিয়ার কাছে হেরেছে ৩—১ গোলে।২০ মিনিটে রোমানো স্মিড অস্ট্রিয়াকে এগিয়ে দেওয়ার পর ৫০ মিনিটে সেটি শোধ দেন আলী ওলওয়ান। ৭৬ মিনিটে জর্ডান আবার পিছিয়ে যায় আত্মঘাতী গোলে। কর্নার থেকে আসা বল বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালেই পাঠিয়ে দেন ইয়াজান আল—আরব।ম্যাচের যোগ করা সময়ের শেষ দিকে সেলিম ওবাইদের হ্যান্ডবলে পেনাল্টি পায় অস্ট্রিয়া। যা কাজে লাগিয়ে গোল করেন মার্কো আরনাউটোভিচ। 'জে' গ্রুপে আর্জেন্টিনার মতো অস্ট্রিয়ার পয়েন্টও তিন। তবে গোল হজম করায় পয়েন্ট তালিকায় অস্ট্রিয়া দুইয়ে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আস্থা ও বিশ্বাস মানুষের জীবনকে আলোকিত করে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৭ জুন: আস্থা ও বিশ্বাস মানুষের জীবনকে আলোকিত করে, আর আধ্যাত্মিক চেতনা সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখায়। নাস্তিকের মানসিকতা থেকে আস্তিকের পরিবেশে উত্তরণের এই যাত্রা মানবজীবনে শান্তি, মূল্যবোধ ও মানবিকতার বিকাশকে আরও সুদৃঢ় করে। আজ বিশালগড়ে মা দক্ষিণেশ্বরী কালি মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন,আজ বিশালগড়ে শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালী মন্দিরের নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। আগামীদিনে এই মন্দির আস্থা, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে। সমাজে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটলে, মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের বন্ধনে আরও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পূর্বতন সরকার যারা চালিয়েছিলেন, তারা মন্দির বিশ্বাস করতেন না। তারা নাস্তিক। কিন্তু আমরা হচ্ছি আস্তিক। ২০১৮ সালে আমাদের সরকার আসার পর এখন সারা ত্রিপুরায় আস্তিকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।এই বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করেই আমাদের আগামীদিনের পথচলা। বিশালগড়ের মা দক্ষিণেশ্বরী কালি মন্দিরের একটা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে। এটা শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, এরসঙ্গে একটা ঐতিহ্য জড়িয়ে রয়েছে। এই মন্দিরটিকে পর্যটনে অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সেটা নিয়েও বলছেন অনেকে। তাই এই বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে আমি কথা বলবো। কারণ সবকিছুরই একটা গাইডলাইন রয়েছে। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসার পর গোটা ভারতবর্ষে একটা আস্তিকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তিনি উন্নয়ন এবং ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও গৃহ গর্ভের সূচনা করেন তিনি। পরবর্তী সময়ে আমি নিজেও সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি। আর ২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী সেখানে গিয়ে ধর্ম ধ্বজা উত্তোলন করেন। এরপরই রাম মন্দিরের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। প্রধানমন্ত্রী একদিকে দেশকে শক্তিশালী করছেন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আমাদের ঐতিহ্য পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরার মানুষ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকাশ ও ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে বারাণসীতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ধ্যান কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন তিনি। ২০১৭ সালে কয়েম্বাটুরে ১১২ ফুট উঁচু আদি যোগী শিবের মূর্তি উন্মোচন করেন। ২০২২ সালে একাদশ ভক্তি সাধক শ্রী রামানুজাচার্যের ২১৬ ফুট উঁচু মূর্তি উন্মোচন করেন। বারাণসীতে কাশি বিশ্বনাথ ধাম ও করিডোরের উৎসর্গ করেন। কেদারনাথ ধাম পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে গুজরাটে সোমনাথ মন্দিরে সমুদ্র দর্শনের পথ নতুনভাবে মানুষের জন্য উৎসর্গ করেছেন। কিছুদিন আগে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের নতুন আঙ্গিকের উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ শক্তিশালী হচ্ছে এবং পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

রাজ্যপালের সঙ্গে বিএসএফ”র আইজি-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: আজ সন্ধ্যায় লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি প্রিন্সি রাণী। তিনি রাজ্যপালকে ত্রিপুরার সীমান্ত সুরক্ষা বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন।

দক্ষিণ ত্রিপুরায় মাদকবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য, ধ্বংস ৩০ হাজার গাঁজার চারা

আগরতলা, ১৭ জুন: মাদকবিরোধী অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পুলিশ। বুধবার পি.আর. বাড়ি থানার পুলিশ, রাঙ্গামুড়া আউট পোস্টের পুলিশ, টিএসআর বাহিনী এবং মহিলা পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে পশ্চিম পাইখোলা এলাকার সাধুপাড়ায় বিশেষ তল্লাশি ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন এলাকায় অবৈধভাবে চাষ করা প্রায় ৩০ হাজার গাঁজার চারা শনাক্ত করা হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে চারাগুলি কেটে ও উপড়ে ঘটনাস্থলেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ মাদক চাষ রোধ এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক চাষ, মাদক পাচার এবং মাদক সংক্রান্ত অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে। পুলিশের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, মাদকবিরোধী এ ধরনের ধারাবাহিক অভিযান যুবসমাজকে মাদকের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবে। এদিকে, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা কামনা করে বলা হয়েছে, মাদক সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিকটস্থ থানায় জানাতে। জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রশাসনের এই প্রচেষ্টা আরও জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

বিপজ্জনক অবস্থায় বেগ্রাম পাড়ার সেতু

আগরতলা, ১৭ জুন : মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের বিশ্বরাম বেগ্রাম পাড়া এলাকার প্রধান যোগাযোগ সড়কের একটি সেতুর সাইড ওয়াল ভেঙে পড়ে দীর্ঘদিন ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগ, প্রায় পাঁচ মাস আগে সেতুর একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এখনও পর্যন্ত মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেয়নি সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রশাসন। স্থানীয়দের দাবি, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, বাজারসহ দৈনন্দিন যাতায়াতের জন্য এই সেতুই এলাকার মানুষের একমাত্র ভরসা। সেতুর সাইড ওয়াল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ও পিয়াজ্জিওর যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ উদ্যোক্তা বিকাশে মেগা ক্রেডিট ডেলিভারি ও চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠান

আগরতলা, ১৭ জুন: গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা, আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক ও পিয়াজ্জিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে আজ আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য মেগা ক্রেডিট ডেলিভারি, স্যাংশন লেটার ও চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ১৩ জন ঋণগ্রহীতার হাতে ২৪৩ লক্ষ টাকার ঋণের স্যাংশন লেটার ও গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া হয়, যা তাঁদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি নতুন আয়ের পথ তৈরি করতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের মাননীয় চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিংহ। উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মার্কেটিং প্রধান জিৎ ভট্টাচার্য, ব্যাংকের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকবৃন্দ এবং পিয়াজ্জিও ভেহিকেলস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিনিধিরা- সামিত দাও রিটেইল ও চ্যানেল ফাইন্যান্স (ইস্ট), অমিত সিং - ইনস্টিটিউশন সেলস হেড, প্রীতম দাস-ডিলার প্রিন্সিপাল, এস. আর. মোটরস

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান জানান যে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক সবসময়ই সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সহজলভ্য ঋণ সুবিধার মাধ্যমে রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক রাজ্যের সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক হিসেবে ১৫০টি শাখা ও ১৩টি আল্ট্রা স্মল ব্রাঞ্চ-এর মাধ্যমে ২১ লক্ষেরও বেশি সক্রিয় গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা প্রদান করছে।

এই উদ্যোগ শুধুমাত্র ঋণ বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি রাজ্যের যুবসমাজের জন্য নতুন কর্মসংস্থান, আর্থিক স্বাধীনতা এবং উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক মানুষের স্বপ্ন পূরণে, উন্নয়নের পথে।

শান্তিরবাজারে পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাঠ উদ্ধার, তদন্তে বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ জুন: গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। বুধবার বগাফা বনাঞ্চল সংলগ্ন তাকমা এলাকায় পরিচালিত এই অভিযানে একটি বাড়ি থেকে প্রায় ৭০ ফুট কাঠ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাকমা এলাকার বাসিন্দা ইমান হোসেনের বাড়িতে অবৈধভাবে কাঠ মজুত রাখা হয়েছে বলে খবর পেয়ে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযানের সময় বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ কাঠ উদ্ধার করা হয়। কাঠ উদ্ধারের পর বিষয়টি বগাফা বনদপ্তরকে জানানো হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পরে উদ্ধার হওয়া কাঠ বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বগাফা বনাঞ্চল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বনজ সম্পদ পাচার ও বনভূমি ধ্বংসের অভিযোগ উঠে আসছে। বনাঞ্চল সংরক্ষণ এবং অবৈধ কাঠ পাচার রোধে আরও কঠোর নজরদারির দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী ও সচেতন নাগরিকরা। তবে বনদপ্তরের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে কোনো সরকারি মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অভিযোগগুলির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এদিকে, উদ্ধার হওয়া কাঠের উৎস এবং সেগুলি কীভাবে সেখানে মজুত করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বনদপ্তর ও পুলিশ। অবৈধভাবে কাঠ মজুতের ঘটনায় আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। এখন তদন্তের অগ্রগতি এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই নজর রয়েছে স্থানীয়দের।

জল জীবন মিশনের পাম্পের জলে ডুবছে কৃষিজমি, ক্ষোভে ফুঁসছে দক্ষিণ মানিকভান্ডারবাসী

কমলপুর, ১৭ জুন: কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ মানিকভান্ডার এলাকার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকায় চরম সংকটের মুখে পড়েছেন এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষ। কৃষিনির্ভর এই অঞ্চলের শত শত একর জমি বর্তমানে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, যার ফলে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন বহু কৃষক পরিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীন স্থাপিত একাধিক ওয়াটার পাম্প থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল পরিমাণ জল বের হয়ে আশপাশের কৃষিজমিতে গিয়ে জমা হচ্ছে। অভিযোগ, পাম্প থেকে নির্গত এই জল নিয়মিতভাবে বন্ধ করা হয় না এবং অতিরিক্ত জল নিষ্কাশনের জন্য কোনো কার্যকর ড্রেনেজ ব্যবস্থাও গড়ে তোলা হয়নি। ফলে বছরের পর বছর ধরে ওই জল জমে থেকে বিস্তীর্ণ এলাকাকে জলাবদ্ধ করে রেখেছে।

এদিকে বর্ষাকাল শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। পাম্পের জল এবং বৃষ্টির জল একসঙ্গে জমে কৃষিজমিগুলো কার্যত ছোট ছোট জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। অনেক জমিতে ধান ও অন্যান্য মৌসুমি ফসলের চাষ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কৃষকদের অভিযোগ, জলাবদ্ধতার কারণে জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে এবং কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই।

এলাকাবাসীরা জানান, সমস্যার সমাধানের দাবিতে তারা বহুবার কমলপুর মহকুমা শাসক, ধলাই জেলার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেন্ডার সম্পন্ন তবুও শুরু হয়নি রাস্তার কাজ ঃ দুর্ভোগে

আগরতলা, ১৭ জুন: সরকারি টেন্ডার সম্পন্ন হওয়ার পরও দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু না হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন মোহনপুরের কালিবাজার এলাকার বাসিন্দারা। বেহাল সড়ক দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। পিডাব্লিউডি দপ্তরের মোহনপুর ডিভিশনের অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কালিবাজার-বারজুশ সড়ক থেকে আখালি মণ্ডলের বাড়ি হয়ে অচল মণি বিশ্বাসের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় ১.১০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়নের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ফ্ল্যাট সলিং, এজ সলিং, ডব্লিউবিএম-৩, কার্পেটিং, সিল কোট এবং রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরও এখনও পর্যন্ত নির্মাণকাজ শুরু হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকা রাস্তার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে কাদা, গর্ত ও জলাবদ্ধতার কারণে পথচারী, স্কুল-কলেজগামী শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী এবং রোগী বহনকারী যানবাহনের চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এলাকাবাসীদের দাবি, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিদিনই সাধারণ মানুষকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, “রাস্তার কাজের জন্য টেন্ডার হয়েছে শুনে আমরা আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু মাসের পর মাস পেরিয়ে গেলেও কাজ শুরু হয়নি। বর্ষাকালে রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে যায় যে চলাচল করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে।” শুধু সাধারণ মানুষের যাতায়াতই নয়, খারাপ রাস্তার কারণে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। যানবাহন চলাচলে সমস্যার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহন ব্যাহ হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও। এলাকার সচেতন মহলের মতে, উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু না হলে জনদুর্ভোগ আরও বাড়বে। তাই তারা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ এবং দ্রুত রাস্তা নির্মাণকাজ শুরুর দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই প্রত্যাশা দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু করে এলাকাবাসীকে স্বস্তি দেওয়া হোক।

মাদকমুক্ত ভারত অভিযানে সচেতনতা কর্মসূচি, ধর্মনগর গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জুন : যুব সমাজকে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে এবং মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজে বুধবার “নেশামুক্ত ভারত অভিযান” উপলক্ষে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কলেজের ইতিহাস ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। “সে নো টু ড্রাগস, সে ইয়েস টু লাইফ ” স্লোগানকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মাদকের ভয়াবহ প্রভাব, সুস্থ জীবনযাপনের গুরুত্ব এবং সমাজ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তারা বলেন, মাদক শুধু ব্যক্তির জীবন নয়, পরিবার ও সমাজকেও বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মনগর গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অভিজিৎ সরকার, ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড. পবন কুমার যাদব, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মান্না দাসসহ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কর্মসূচির অংশ হিসেবে একটি সচেতনতা র্যালি ও বিভিন্ন প্রচারমূলক কার্যক্রমেরও আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা মাদকবিরোধী বার্তাসংবলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশগ্রহণ করে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধির বার্তা পৌঁছে দেন। স্থানীয়দের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং একটি সুস্থ, সচেতন ও দায়িত্বশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

দুর্গন্ধ ও মাছির উপদ্রবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী, পোল্ট্রি ফার্মকে ১৫ দিনের সময়সীমা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুন: দীর্ঘদিন ধরে দুর্গন্ধ ও মাছির উপদ্রবে অতিষ্ঠ দক্ষিণ চড়িলাম চৌমুহনী পাড়ার বাসিন্দাদের অভিযোগ ও বিক্ষোভের জেরে অবশেষে পদক্ষেপ নিল প্রশাসন। বুধবার এলাকাটি পরিদর্শন করে সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট লেয়ার মুরগির ফার্ম কর্তৃপক্ষকে ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিল বিশালগড় মহকুমা প্রশাসন। এদিন ঘটনাস্থলে যান বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনে সরেজমিনে ফার্মের পরিবেশগত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি লেয়ার মুরগির ফার্ম থেকে নির্গত তীব্র দুর্গন্ধ এবং মাছির উপদ্রবে দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দিনের বেশিরভাগ সময় ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন বাসিন্দারা। বিশেষ করে শিশু, বয়স্ক এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসীরা জানান, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও দীর্ঘদিন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে সম্প্রতি এলাকাবাসী বিক্ষোভে সামিল হন এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

বুধবার পরিদর্শনের পর ডেপুটি কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট প্রসেনজিৎ দাস ফার্ম কর্তৃপক্ষকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দুর্গন্ধ ও মাছির উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক ও স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ফার্মের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে ফার্মটি বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়েও প্রশাসন বিবেচনা করবে বলে তিনি সতর্ক করে দেন। প্রশাসনের এই পদক্ষেপে এলাকাবাসীর মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। তবে তারা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র আশ্বাস নয়, সমস্যার স্থায়ী সমাধানই এখন তাদের প্রধান দাবি। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কারণে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না বলেও মত প্রকাশ করেন তারা। স্থানীয় মহলের মতে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনের এই হস্তক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন সবার নজর রয়েছে ফার্ম কর্তৃপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে সমস্যার কার্যকর সমাধান করা না হলে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়, সেটাই দেখার বিষয়।

বাংলাদেশে সনাতন ধর্মের ওপর আক্রমণের অভিযোগ, সরব মন্ত্রী সুধাংশু দাস

আগরতলা, ১৭ জুন: বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন ত্রিপুরা সরকারের তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। বুধবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, মৌলবাদী ও জঙ্গিবাদী শক্তিরা বাংলাদেশ থেকে সনাতন ধর্মকে নির্মূল করার চেষ্টা চালালেও সেই প্রচেষ্টা কখনও সফল হবে না। মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু মন্দির, প্রতিমা এবং উপাসনালয়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ ও ধর্মান্তরের ঘটনাও ঘটছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি দাবি করেন, কিছু মৌলবাদী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য রাষ্ট্রে পরিণত করা। তবে সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য ও শক্তিকে কোনোভাবেই ধ্বংস করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বক্তব্যে মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে ভগবান রামের মূর্তি স্থাপনসহ বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতা বাড়ছে বলে দাবি করে সুধাংশু দাস বলেন, যারা সনাতন ধর্মকে আঘাত করার চেষ্টা করছে, তারাই শেষ পর্যন্ত এর পরিণতি ভোগ করবে। সনাতন ধর্মকে ধ্বংস করা সম্ভব নয় বলেও তিনি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, “সনাতন ধর্ম যদি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে দেশটি মানব কঙ্কালের ভূমিতে পরিণত হবে।” ধর্মীয় উগ্রবাদ ও মৌলবাদের সমালোচনা করতে গিয়েই তিনি এই মন্তব্য করেন। মন্ত্রী সুধাংশু দাসের এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে তাঁর উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ধর্মনগরে অ্যাম্বুলেন্স ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ, গুরুতর আহত প্রবীণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানারোড এলাকার দুর্গাবাড়ির সামনে বুধবার দুপুরে একটি অ্যাম্বুলেন্স ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এক প্রবীণ ব্যক্তি। আহতের নাম পার্থজিৎ ভট্টাচার্য (৬৮)। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, চলন্ত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্সটির সামনের চাকা হঠাৎ ফেটে গেলে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর বিপরীত দিক থেকে আসা স্কুটির সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।

সংঘর্ষের তীব্রতায় স্কুটি চালক পার্থজিৎ ভট্টাচার্য রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর দমকল দপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহত ব্যক্তির পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য অধিকর্তার নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের আগরতলা সিভিল হাসপাতাল পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার আন্তরিক সদিচ্ছার ফলশ্রুতিতে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নে বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। রাজ্য সরকার আগরতলা পুরনিগম এলাকার অধীন নাগরিকদের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট আরবান কমিউনিটি হেলথ সেন্টার বা আগরতলা সিভিল হাসপাতাল অনতিবিলম্বে চালু করতে যাচ্ছে। আজ ১৭ জুন, ২০২৬ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মার নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল এই হাসপাতালটি চালু করা সাপেক্ষে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য অধিকর্তা আগামীদিনে এই হাসপাতালে ওপিডি পরিষেবার পাশাপশি মেডিসিন, প্রসূতি ও দন্ত সহ অন্যান্য বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। এই হাসপাতালটির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে আগরতলা পুরনিগম। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই হাসপাতালটি স্থাপনের ফলে শহরের সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী, শহরতলীর সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকরা সহজেই স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবেন। আর এর ফলস্বরূপ শহরের প্রাণকেন্দ্রে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল বা আইজিএম হাসপাতালে রোগীর চাপ কমবে। আজকের এই পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলের আধিকারিকগণ হাসপাতালের বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, ইমার্জেন্সি, ওয়ার্ড, মেডিক্যাল স্টোর সহ বিভিন্ন বিভাগে পরিষেবা প্রদানের সামগ্রিক দিকগুলি বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। আজকের এই পরিদর্শনে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মার সাথে ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকারের হেড অব অফিস এবং উপ অধিকর্তা ডা. রাজেশ অনিল আচার্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডা. শালু রাই এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. পূজা দেবনাথ প্রমুখ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 18-06-2026, 01:07